প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৬৯

পাণ্ডুলিপি : অনুবাদ বিভাগ
মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

প্রকাশক
বশীর আলহেলাল
পরিচালক, প্রকাশন ও বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রচ্ছদ : সৈয়দ ইকবাল

অনুবাদকের কথা

প্রথম মহাযুদ্ধের পর অনুবাদ-সাহিত্যের প্রচলন বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অনুবাদ-সাহিত্যের পরিধি আরো বিস্তৃতি লাভ করে।

বিপ্লবপূর্ব রুশ সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রথম সারিতে যাঁদের নাম করা যায় আন্তন পাভলভিচ চেখভ তাঁদের অন্যতম। নাট্যকার হিসেবেও তিনি বিশ্ব-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর রচিত তিনটি কৌতুক একাংকিকা 'প্রপোজাল', 'বীয়ার' ও 'জুবিলী'—'প্রস্তাব', 'ভল্লুক' ও 'জয়ন্তী' নামে বর্তমান অনুবাদ গ্রন্থটিতে সংযোজিত হলো।

আমার এই অনুবাদ-কর্মের মধ্য দিয়ে পাঠক ও নাট্যামোদী মহলের মন কিঞ্চিৎ জয় করতে পারলেও আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক বলে মনে করবো।

আন্তন পাভলভিচ চেখভ

[১৮৬০--১৯০৪]

আন্তন পাভলভিচ চেখভ উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক ও নাট্যকার।

আন্তন চেখভ উত্তর রাশিয়ার তাগানরোগ শহরের এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশবকাল অত্যন্ত কঠোর শাসন ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে কাটে এবং অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার দরুন তাঁকে স্কুল-জীবন থেকেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়।

নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পলেখক হিসেবে চেখভ অতি অল্প-বয়সেই আন্তর্জাতিক সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হন। প্রথম জীবনে গল্পলেখক হিসেবে সুনাম অর্জন করলেও নাট্যকার হিসেবেই চেখভ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রথম নাটকের নাম 'আইভানভ'। তাঁর অন্যান্য নাটকের মধ্যে 'দি সীগাল', 'আঙ্কেল ভানিয়া', 'থ্রি সিসটার্স', 'চেরি অর্চার্ড' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চেখভ ১৯০১ সালে ওল্গা নীপার নামে এক অভিনেত্রীকে বিয়ে করেন এবং এর মাত্র তিন বছর পরে ১৯০৪ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সূচীপত্র

কৌতুক একাংকিকা

চরিত্র-লিপি

- চুবুকভ, স্টেপান স্টেপানোভিচ্, ভূ-স্বামী
- নাতালিয়া স্টেপানোভ্‌না (নাতাশা), তাঁর কন্যা, বয়স ২৫
- লোমভ, আইভান ভ্যাসিলিয়েভিচ্, ভূ-স্বামী এবং চুবুকভের প্রতিবেশী, স্বাস্থ্যবান, হৃষ্টপুষ্ট কিন্তু চিত্তোন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি।

নাটিকার ঘটনাপ্রবাহের স্থান চুবুকভের এস্‌টেট্‌

প্রস্তাব

[চুবুকভের বাড়ীর ড্রয়িংরুম। চুবুকভ ও লোমভ। সাদা দস্তানা ও সন্ধ্যাকালীন পোশাক পরিধান করে লোমভের প্রবেশ]

চুবুকভ ঃ (অভ্যর্থনা জানিয়ে) কী সৌভাগ্য! আইভান ভ্যাসিলিয়েভিচ্! তোমাকে এখানে দেখবো ভাবিনি কিন্তু। আমি খুব খুশী হয়েছি। (করমর্দন) সত্যি বলছি, তোমার আগমনে আমি খুবই বিস্মিত হয়েছি। ---কেমন আছো?

লোমভ ঃ ভালো। আপনি?

চুবুকভ ঃ আমরা বেশ ভালোই আছি। এসো, বসো। --- পুরানো প্রতিবেশীদের এভাবে ভুলে থাকা কিন্তু তোমার উচিত হয়নি। আরে বসো, অত সঙ্কোচ করছো কেন? থাক্, থাক্, আর অত লৌকিকতা দেখাতে হবে না। হাতে দস্তানা আর এত সাজগোছ? কী ব্যাপার! পরিদর্শনে এসেছো, না, আর কিছু?

লোমভ ঃ না, আমি আপনাদের দেখতে এসেছি, স্টেপান স্টেপানোভিচ্।

চুবুকভ ঃ তাহলে অত সাজগোছ কেন? মনে হচ্ছে যেন লৌকিকতার খাতিরে নববর্ষের দিনে বেড়াতে এসেছো!

লোমভ ঃ ব্যাপার হচ্ছে, বুঝলেন কিনা--- (চুবুকভের হাত ধরে) আপনার কাছে উপহার চাইতে এসেছি। অবশ্য আপনি যদি তাতে বিরক্তি বোধ না করেন। অতীতেও আপনার কাছে উপহারের আশায় বহুবার এসেছি। আপনি সর্বদা, সত্য কথা বলতে কি --- ক্ষমা করবেন, আমার মনের অবস্থা কেমন যেন বিপর্যস্ত। আমি পানি খাবো। আমাকে এক গ্লাস পানি দিন তো, স্টেপান স্টেপানোভিচ্। (পানি পান করে)

চুবুকভ ঃ (জনান্তিকে) নিশ্চয় টাকা চাইতে এসেছে! আমি টাকা দেবো না। (লোমভকে) কী ব্যাপার! কি হয়েছে বলো তো?

লোমভ ঃ বুঝলেন স্টেপানিচ্--- আমাকে ক্ষমা করবেন--- আমার স্নায়বিক অবস্থা এত বিপর্যস্ত যে---আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। আসল কথা, একমাত্র আপনিই আমাকে সাহায্য করতে পারেন। যদিও জানি আমি তার যোগ্য নই --- এবং আপনার সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হবার কোনো অধিকার আমার নেই।

চুবুকভ ঃ আহা, অত পেঁচিয়ে কথা বলছো কেন। সোজাভাবে বলে ফেলো। কি চাই?

লোমভ ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ,--- আমি আপনাকে সোজাভাবেই বলবো--- অর্থাৎ কিনা আপনার কন্যা নাতালিয়া স্টেপানোভ্নার পানিগ্রহণের প্রস্তাব নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি।

চুবুকভ ঃ (আনন্দ প্রকাশ করে) আইভান ভ্যাসিলিয়েভিচ্! আবার বলো-- মনে হচ্ছে আমি তোমার কথার মানে ঠিক অনুধাবন করতে পারিনি।

লোমভ ঃ আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। আমি বলতে এসেছি-----

চুবুকভ ঃ (তাকে বাধা প্রদান করে) আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।-------- সত্যি বলছি, আনন্দের উপসর্গগুলো ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। (তাকে জড়িয়ে ধরে) আমি বহুদিন যাবৎ এই ইচ্ছা পোষণ করছিলাম। আর এই ধরনের একটা ইচ্ছা আমার সর্বদাই ছিল। (অশ্রুপাত) আমি সবসময় নিজের সন্তানের মত তোমাকে পছন্দ করতাম। খোদা তোমাদের অদ্ভুত ভালোবাসা দিন। আশীর্বাদ করি তোমাদের মিলন মধুর হোক। আমার কথা যদি শুনতে চাও, এই ধরনের একটা গোপন ইচ্ছা আমার------কিন্তু আমি এখানে নির্বোধের মত দাঁড়িয়ে আছি কেন? আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছি! দস্তুরমতো অভিভূত! আমার সমস্ত অন্তঃকরণ

আনন্দে-------আমি যাই, নাতাশাকে ডেকে আনি, এবং ইত্যাদি ইত্যাদি------

লোমভ ঃ (অভিভূত) আচ্ছা স্টেপান স্টেপানিচ্, সে কি বলবে বলে আপনার ধারণা? আমি কি তার সম্মতি পাবো বলে আশা করতে পারি?

চুবুকভ ঃ সে রাজী হবে না? অমন সুন্দর চেহারা তোমার! আমি বাজী রেখে বলতে পারি তোমার প্রেমে সে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং ইত্যাদি ইত্যাদি ------ আমি কথাটা তাকে সোজাসুজি বলবো। (প্রস্থান)

লোমভ ঃ (একাকী) আমার শীত লাগছে। আমার সারা শরীর কাঁপছে। মনে হচ্ছে যেন আমি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি। আসল কথা হচ্ছে, তোমাকে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তুমি যদি বেশী ভাবো, আদর্শ নারী বা প্রকৃত প্রেমের জন্য দ্বিধাগ্রস্তের মত অপেক্ষা করতে থাকো তাহলে জীবনে আর তোমার বিয়ে হবে না। ইস্! শীতে জমে যাচ্ছি যেন! নাতালিয়া স্টেপানোভ্না ঘরকন্নার কাজে সুনিপুণা, শিক্ষিতা আর দেখতেও মন্দ নয়-------এর বেশী আর আমার কি চাই? কিন্তু আমার অবস্থা ক্রমে ক্রমে অমন হয়ে যাচ্ছে কেন? আমার মাথার ভিতরে হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে কেন? ---(পানি পান) আমার কিন্তু আর কিছুতেই অবিবাহিত থাকা উচিত নয়। প্রথমতঃ বয়স পঁয়ত্রিশের কোঠা দস্তুরমতো পেরিয়ে গেছে। বলতে গেলে বিয়ের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ আমার একটা গোছালো আর নিয়মিত জীবন দরকার। ---আমি হৃদ্‌রোগে ভুগছি। সারাক্ষণ বুক ধড়ফড়ানি লেগেই আছে। চট্ করে রেগে যাই। আর সারাক্ষণই ভীষণ উদ্বিগ্ন বোধ করি। ---এই তো এই মুহূর্তে আমার ঠোঁটগুলো কাঁপছে। আমার ডান চোখের পাতা নড়ছে।---কিন্তু ঘুম হচ্ছে আমার ভীষণ শত্রু। ঘুমাবার জন্য বিছানায় গা লাগানো মাত্রই মনে হয় কে যেন আমার বাঁ পাশে ছুরি ঢুকিয়ে দিলো। হ্যাঁ, ছুরি! সেই ছুরিটা আমার কাঁধের পাশ দিয়ে মাথা পর্যন্ত অবলীলা-

ক্রমে চলে গেল। ---আমি উন্মত্তের মত বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ি। কিছুক্ষণের জন্য পাগলের মত সারা ঘরময় পায়চারি করি। তারপর আবার শুতে যাই।---কিন্তু যে মাত্র না ঢুলুনী এলো আবার সেই ছুরির আঘাত এবং এই জিনিস কমপক্ষে বিশ বারের মত বার বার ঘটতে---

(নাতালিয়ার প্রবেশ)

নাতালিয়া ঃ ও, আপনি। অথচ বাবা বললেন ঃ যাও দেখোগে, পণ্য ক্রয়ের জন্য একজন খরিদ্দার এসেছে। কেমন আছেন আইভান ভ্যাসিলিয়েভিচ্?

লোমভ ঃ আপনি কেমন আছেন নাতালিয়া স্টেপানোভ্না?

নাতালিয়া ঃ এই এপ্রনখানা পড়ে আছি বলে দয়া করে মনে কিছু করবেন না। তাড়াহুড়োতে সাজগোছ করে আসতে পারিনি বলে দুঃখিত। মটর শুকাবার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তা এতদিন ধরে একবারও আমাদের দেখতে আসার ইচ্ছা হলো না আপনার? বসুন---

(উভয়ে উপবেশন করলো)

আমাদের এখানেই লাঞ্চ করবেন তো?

লোমভ ঃ না, না, আমি লাঞ্চ সেরেই এসেছি। আপনাকে আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ।

নাতালিয়া ঃ ধূমপানও করবেন না? এই যে এখানটায় দিশলাই রয়েছে। ----আজকের দিনটা কিন্তু ভারী চমৎকার। অথচ গতকাল এত মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিলো যে মানুষ ঘর থেকে এক মুহূর্তের জন্য বেরুতে পারেনি, কোনো কাজ করতে পারেনি। আপনারা কতগুলো খড়ের গাদা দিতে পেরেছেন? বিশ্বাস করবেন কি, প্রচুর পরিমাণে খড় পাবার আশায় আমি ক্ষেতের সমস্ত তৃণ কাটিয়ে ফেলেছিলাম। খড়গুলো পচে যাবে ভেবে এখন আমার খুব কষ্ট লাগছে। কিন্তু কী ব্যাপার? এত সাজগোছ করে কোথায় যাচ্ছেন? বল্ নাচের পার্টিতে না অন্য কোথাও? তা আপনি কিন্তু অনেক বদলে গেছেন। আপনাকে

আগের চেয়ে অনেক সুন্দর লাগছে।---সত্যি করে বলুন তো, আপনার এই সাজগোছের মতলবটা কি?

লোমভ : (উত্তেজিত হয়ে) দেখুন, নাতালিয়া স্টেপানোভ্না---আসলে আমি স্থির করেছি, আপনাকে জিগ্যেস করবো----আমার কথা শুনে হয়তো আপনি বিস্মিত হবেন, কিংবা হয়তো রেগেও যেতে পারেন, কিন্তু আমি----(জনান্তিকে) ইস্, কী ভয়ংকর শীত!

নাতালিয়া : আমি খুব কৌতূহল বোধ করছি। (একটু থেমে) বলুন!

লোমভ : আমি খুব সংক্ষেপেই বলতে চেষ্টা করবো। আপনি তো ভালো করেই জানেন নাতালিয়া স্টেপানোভ্না, শৈশবকাল থেকে আপনাদের পরিবারকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। আমার মৃত চাচী ও তাঁর মৃত স্বামী—যাদের কাছ থেকে আমি উত্তরাধিকারীসূত্রে এই বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছি--তারা আপনার পিতা এবং মৃত মায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। লোমভ পরিবার ও চুবুকভ পরিবারের মধ্যে সর্বদাই একটা বন্ধুত্বের ভাব বিরাজিত ছিল। আসলে এই দুই পরিবারের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাছাড়া, আপনি তো জানেন, আমার জমি আপনাদের জমির ঠিক লাগোয়া। আপনার হয়তো স্মরণ আছে, আমার ভলোভাই তৃণক্ষেতগুলো এবং আপনাদের বার্চ বন একেবারে পাশাপাশি অবস্থিত।

নাতালিয়া : আপনার কথার মাঝে বাধা দিতে হচ্ছে বলে ক্ষমা করবেন। আপনি বলছিলেন 'আমার' ভলোভাই তৃণক্ষেতগুলো ---সত্যিই কি সেগুলো আপনার?

লোমভ : নিশ্চয় আমার------

নাতালিয়া : বাঃ, বেশ! কিন্তু ভলোভাই তৃণক্ষেতগুলো আমাদের, আপনার নয়।

লোমভ : উঁহু, আমার। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, নাতালিয়া স্টেপানোভ্না।

নাতালিয়া ঃ আপনার কথা শুনে আমি কিন্তু আকাশ থেকে পড়লাম। ওগুলো আপনার হলো কেমন করে?

লোমভ ঃ আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনাদের বার্চ বন আর বার্ন্ট সোয়াম্প-এর মাঝখানে গোঁজের মত যে ভলোভাই তৃণক্ষেতগুলো অবস্থিত আমি তার কথা বলছি।

নাতালিয়া ঃ আমিও সেকথাই বলছি। ওগুলো তো আমাদের।

লোমভ ঃ না। আপনি ভুল করছেন নাতালিয়া স্টেপানোভ্‌না। ওগুলো আমার।

নাতালিয়া ঃ আপনার শুভবুদ্ধি উদয় হোক, আইভান ভ্যাসিলিয়েভিচ্। আচ্ছা, ওগুলো কবে থেকে আপনার?

লোমভ ঃ আপনি 'কবে থেকে' বলতে কি বুঝাতে চাইছেন? আমার যতদূর মনে পড়ছে, ওগুলো সবসময় আমাদেরই ছিল।

নাতালিয়া ঃ আপনার সঙ্গে মতের মিল হলো না বলে আমাকে ক্ষমা করবেন।

লোমভ ঃ নথিপত্রেই তার প্রমাণ রয়েছে, নাতালিয়া স্টেপানোভ্‌না। আপনি ইচ্ছা করলে দেখতে পারেন। অবশ্য এটা সত্যি যে, ভলোভাই তৃণক্ষেতগুলোর মালিকানা এককালে বিতর্কিত ছিল। কিন্তু এখন সবাই জানে যে, ওগুলো আমার। অবশ্য এ নিয়ে অনর্থক বাক্-বিতণ্ডার দরকার নেই। আমি আপনাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছি—আমার চাচীর দাদী আপনার দাদুর বাবাকে এই তৃণক্ষেতগুলো অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিনা খাজনায় তাঁর চাষীদের ব্যবহার করতে দিয়েছিলো। এর বদলে তারা চাচীর দাদীর জন্য ইট পুড়িয়ে দিতো। আপনার দাদুর বাবার চাষীরা প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বিনা খাজনায় সেই তৃণক্ষেতগুলো ব্যবহার করে এবং ওগুলোকে আস্তে আস্তে নিজের বলে ভাবতে শুরু করে। এবং তারপর দাসত্ব মোচন আন্দোলনের পরে যখন মালিকানার নিষ্পত্তি হয়-----

নাতালিয়া ঃ ঘটনা কিন্তু আপনি যা বলছেন মোটেই তা নয়। আমার দাদু আর দাদুর বাবা উভয়ে বিবেচনা করলেন যে, তাদের

জমির পরিমাণ বার্ট সোয়াম্প পর্যন্ত বাড়ানো দরকার—অতএব ভলোভাই তৃণক্ষেতগুলো নিশ্চয় আমাদের ছিল। সুতরাং এ নিয়ে আর তর্ক করছেন কেন? আপনাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আর এ ধরনের গোঁয়ার্তুমিও দস্তুরমতো বিরক্তিকর।

লোমভ ঃ আপনাকে আমি দলিল-পত্র দেখাবো, নাতালিয়া স্টেপানোভ্‌না।

নাতালিয়া ঃ আপনি বোধ হয় আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন, কিংবা আমাকে উত্যক্ত করতে চাইছেন।-------সত্যি কী বিস্ময়কর। যে জমি গত তিনশ' বছর ধরে আমাদের বলে জানি, হঠাৎ একজন ঘোষণা করছেন, তা আমাদের নয়। দুঃখিত আইভান ভ্যাসিলিয়েভিচ্, আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। ------আমি জানি ঐ তৃণক্ষেত-গুলোর কোনোই মূল্য নেই। পঁয়তাল্লিশ বিঘারও বেশী জমি হয়তো সেখানে নেই এবং তার দামও হয়তো তিনশ' রুবলের অধিক হবে না, কিন্তু আপনার দাবী যে অন্যায় ও উদ্দেশ্যমূলক সে কথা ভেবেই আমার বিরক্তি লাগছে। আপনি যা খুশী তা বলতে পারেন। কিন্তু তাই বলে আমি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারি না।

লোমভ ঃ আপনাকে অনুনয় করছি, আমার কথা শুনুন। আপনার বাবার দাদুর চাষীরা, আমি আগেই বলেছি, আমার চাচীর জন্য আগুনে ইট পুড়াতো। আমার চাচীর দাদী তাদের জন্য কিছু একটা করার উদ্দেশ্যে------

নাতালিয়া ঃ দাদা, দাদী, চাচী--------আমি ওসব কিছুই বুঝি না। তৃণক্ষেতগুলো আমাদের, ব্যস!

লোমভ ঃ না, আমার!

নাতালিয়া ঃ উঁহু, আমাদের! আপনি ইচ্ছা করলে, দু'দিন ধরে তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে পারেন, ইচ্ছা করলে পনেরো বার পোশাক বদলাতে পারেন, কিন্তু তবু আমি জোর গলায় বলবো তৃণক্ষেতগুলো আমাদের, আমাদের, আমাদের------

তবে আপনার কোনো সম্পত্তির উপর আমাদের লোভ নেই, কিন্তু যা আমার তা ছেড়ে দেয়ার কোনো বাসনাও আমার নেই।------আপনি যা খুশী ভাবতে পারেন।

লোমভ ঃ তৃণক্ষেত আমার চাই না, নাতালিয়া স্টেপানোভ্না, কিন্তু এখানে নীতির প্রশ্ন জড়িত। আপনি যদি চান, তাহলে সেগুলো আপনাকে উপহার হিসেবে আমি দান করে দিতে পারি।

নাতালিয়া ঃ কি যে বলেন, বরং আমি আপনাকে সেগুলো উপহার হিসেবে দান করতে পারি— কারণ ওগুলো আমাদের।------ আমার কাছে কিন্তু আপনার এই ব্যবহার নেহাত অদ্ভুত ঠেকছে, আইভান ভ্যাসিলিয়েভিচ্। আজ পর্যন্ত আপনাকে আমাদের একজন সৎ প্রতিবেশী এবং বন্ধু বলেই জানতাম। গত বছর আমাদের শস্য মাড়াইয়ের মেশিনটা আপনাকে ধার দিয়েছিলাম, যার ফলে আমাদের শস্য মাড়াই শেষ করতে নভেম্বর পর্যন্ত লেগে গিয়েছিলো। আর আজ আপনি কিনা আমাদের নিতান্ত পর বলে ভাবছেন। আমাদেরই জমি আমাদেরকে দান করতে চাইছেন। দুঃখজনক হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, এটা কিছুতেই প্রতিবেশীসুলভ আচরণ নয়। আমার মতে আপনার আচরণ দস্তুরমতো ঔদ্ধত্যপূর্ণ। আপনি যদি জানতে চান-------

লোমভ ঃ তবে কি আপনি আমাকে বেদখলকারী ভাবছেন? আমি অন্যায়ভাবে কারো জমি গ্রাস করিনি, ভদ্রে, এবং এজন্য কাউকে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার সুযোগ দিতে রাজী নই।------ (দ্রুতবেগে এগিয়ে গ্লাস তুলে পানি পান) ভলোভাই তৃণক্ষেতগুলো আমার।

নাতালিয়া ঃ মিথ্যে কথা, ওগুলো আমাদের!

লোমভ ঃ ওগুলো আমার!

নাতালিয়া ঃ না। মিথ্যে কথা! আপনার দাবী যে সম্পূর্ণ অমূলক আমি তা প্রমাণ করে দেবো। আমি আজই তৃণক্ষেতগুলো চষবার জন্য আমাদের লোক পাঠাবো।

লোমভ ঃ কি বললেন?

নাতালিয়া ঃ আমাদের লোক সেখানে আজ কাজ করতে যাবে।

লোমভ ঃ আমি তাদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবো।

নাতালিয়া ঃ সেরকম সাহস না দেখালেই ভালো করবেন।

লোমভ ঃ (বুক চেপে ধরে) ভলোভাই তৃণক্ষেতগুলো আমার। আপনি কি বুঝতে পারছেন না? ওগুলো আমার।

নাতালিয়া ঃ দয়া করে চেঁচাবেন না। আপনার বাড়ীতে আপনি যতখুশী চেঁচাবেন। চেঁচিয়ে গলার আওয়াজ ভেঙে গেলেও কারো আপত্তি থাকবে না। কিন্তু এখানে দয়া করে চেঁচামেচি করে ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করবেন না।

লোমভ ঃ উহু, আমার বুক যদি অত ধরফড় না করতো, ভদ্রে, আমার কপালের রগগুলো যদি ওভাবে না লাফাতো, তাহলে আমি আপনার কথার যথাযথ উত্তর দিতে পারতাম। (চীৎকার করে) ভলোভাই তৃণক্ষেতগুলো আমার।

নাতালিয়া ঃ আমাদের।

লোমভ ঃ আমার।

নাতালিয়া ঃ আমাদের।

লোমভ ঃ আমার।

(চুবুকভের প্রবেশ)

চুবুকভ ঃ কী ব্যাপার? তোমরা অত চেঁচামেচি করছো কেন?

নাতালিয়া ঃ বাবা, দয়া করে এই ভদ্রলোককে বুঝিয়ে বলো তো, ভলোভাই তৃণক্ষেতগুলো তার না আমাদের?

চুবুকভ ঃ (লোমভকে) তৃণক্ষেতগুলো আমাদের।

লোমভ ঃ আমার ধৃষ্টতা নেবেন না স্টেপান স্টেপানিচ্, ওগুলো কিভাবে আপনাদের হলো? আপনি নিশ্চয় বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হবেন। আমার চাচীর দাদী বিনা পয়সায় সেগুলো সাময়িক ব্যবহারের জন্য আপনার দাদার চাষীদের দিয়েছিলেন। চাষীরা চল্লিশ বছর ধরে সেগুলো ব্যবহার করতে করতে নিজের বলে

ভাবতে শুরু করে দিলো। কিন্তু মালিকানার যখন নিষ্পত্তি হলো----

চুবুকভ : তুমি ভুল করছো বাপু, তৃণক্ষেতগুলোর মালিকানা নিয়ে বিবাদ এবং ইত্যাদি ইত্যাদি ছিল বলেই চাষীরা তোমার দাদীকে খাজনা দিতো না এবং ইত্যাদি ইত্যাদি-------কিন্তু এখন আর কারো জানতে বাকি নেই যে ওগুলো আমাদের। নিঃসন্দেহে আমাদের। তোমার হয়তো নকশাটা দেখা হয়ে উঠেনি।

লোমভ : কিন্তু আমি প্রমাণ করবো যে, সেগুলো আমার।

চুবুকভ : তুমি প্রমাণ করতে পারবে না, বাপু।

লোমভ : হ্যাঁ, নিশ্চয় পারবো।

চুবুকভ : আহ বাপু, অত চেঁচাচ্ছো কেন? অত সোরগোল করে তুমি কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। তোমার সম্পত্তি আমার বলে দাবী করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু আমার সম্পত্তি তোমাকে ছেড়ে দিতেও আমি রাজী নই। কেন দেবো, বলো? বাপু, তুমি যদি আবার এই তৃণক্ষেতগুলোর মালিকানা নিয়ে বিবাদ এবং ইত্যাদি ইত্যাদি বাধাতে চাও, তাহলে তোমাকে দেয়ার চেয়ে আমি শীগগির ওগুলো চাষীদের মধ্যে দান করে দেবো। হ্যাঁ, বলে দিলাম।

লোমভ : আমি ঠিক অনুধাবন করতে পারলাম না। আরেকজনের সম্পত্তি বিলিয়ে দেয়ার কি অধিকার আপনার আছে?

চুবুকভ : অধিকার আছে কি নেই তা আমি ভালো করেই জানি। তোমাকে আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না। যুবক মনে রেখো, ও ধরনের সুরে কথা শুনতে আমি মোটেই অভ্যস্ত নই এবং ইত্যাদি ইত্যাদি-------তোমার চেয়ে কমপক্ষে দ্বিগুণ হবে আমার বয়স। সে কথা মনে রেখো, যুবক। আর দয়া করে ওভাবে কথা বলে আমাকে উত্তেজিত করে তুলো না। তাহলে কিন্তু-----

লোমভ : আমাকে আপনারা নিতান্তই বোকা ঠাওড়ে মনে মনে হাসছেন মনে হচ্ছে। আমার জমি নিজেদের বলে চালিয়ে দিতে

চাইছেন। আবার আশা করছেন যে, আমি ঠাণ্ডা মাথায় আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো। সুপ্রতিবেশী কোনোদিন এ ধরনের আচরণ করে না, স্টেপান স্টেপানিচ্! আপনি প্রতিবেশী নন, আপনি একজন বেদখলকারী।

চুবুকভ ঃ কি? কি বললে?

নাতালিয়া ঃ বাবা, এক্ষুণি তৃণক্ষেতগুলো চষবার জন্য লোক পাঠিয়ে দাও।

চুবুকভ ঃ (লোমভকে) তুমি কি বললে?

নাতালিয়া ঃ ভলোভাই তৃণক্ষেতগুলো আমাদের। কিছুতেই আমি সেগুলো বেদখল হতে দেবো না। কিছুতেই না। অসম্ভব! কিছুতেই না।

লোমভ ঃ আমি দেখে নেবো, ওগুলো কার? আমি কোর্টে গিয়ে আপনাদের প্রমাণ করে দেবো যে ওগুলো আমার।

চুবুকভ ঃ কোর্টে! তুমি এটাকে কোর্টে তুলবে এবং ইত্যাদি ইত্যাদি! বেশ তুলবে তুলো। আমি তোমাকে জানি—তুমি আইনের সাহায্য নেয়ার জন্য এতদিন একটা বাহানার অপেক্ষা করছিলে এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা অতি সাধারণ জিনিস নিয়ে কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি তোমাদের স্বভাব। তোমাদের পরিবারের সবসময়েই মামলা-মোকদ্দমার প্রতি ঝোঁক এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

লোমভ ঃ দয়া করে আমার পরিবারের প্রতি কটাক্ষ করবেন না। লোমভ্‌রা সর্বদাই সৎ। আপন চাচার টাকা আত্মসাতের জন্য এই পরিবারের কাউকে বিচারাধীন হতে হয়নি।

চুবুকভ ঃ লোমভ পরিবারের প্রতিটি লোক পাগল ছিল।

নাতালিয়া ঃ ঠিক বলেছো, তাদের সবাই—প্রতিটি লোক।

চুবুকভ ঃ তোমার দাদা উৎকট মদাসক্ত ছিলেন আর তোমার ছোট চাচী নাস্‌তাশিয়া মিহাইলোভ্‌না—হ্যাঁ, আমি সত্য কথাই বলছি—একজন স্থপতির সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং ইত্যাদি ইত্যাদি -----

লোমভ ঃ আর আপনার মা ছিলেন কুৎসিত। (বুক চেপে) আমার বুকের ব্যথাটা আবার চাড়া দিয়ে উঠেছে ------- মাথায় চিড় চিড় করে রক্ত উঠে যাচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারছি। হে খোদা! পানি!

চুবুকভ ঃ তোমার পিতা একজন জুয়ারী আর অতি লোভী ছিলেন।

নাতালিয়া ঃ আপনার চাচী একজন গুজবের রাণী ছিলেন। আর ও কাজটাতে তিনি ছিলেন পারদর্শিণী।

লোমভ ঃ আমার বাঁ পা-টা অবশ হয়ে গেছে। -----আর আপনি একজন চক্রান্তকারী ----আহ্, আমার হৃৎপিণ্ড ----এবং একথাও সকলে জানে, নির্বাচনের পূর্বে আপনি------ চোখে সরষেফুল দেখছিলেন। ----আমার টুপি কোথায়? টুপি?

নাতালিয়া ঃ জঘন্য! প্রবঞ্চনামূলক এবং দস্তুরমতো অসম্মানজনক!

চুবুকভ ঃ তুমি একজন বিদ্বেষপরায়ণ, দু-মুখো ও নীচ্ প্রকৃতির মানুষ। নিঃসন্দেহে তুমি তাই।

লোমভ ঃ এই তো আমার টুপি -----আমার হৃৎপিণ্ড----আমি কোন্ পথে বেরুবো? দরজাটা কোন্ দিকে? আহ্, আমার বিশ্বাস আমি মারা যাচ্ছি -----আমার পা চলছে না। (দরজার দিকে অগ্রসর)

চুবুকভ ঃ (পিছন থেকে) তোমাকে বারণ করে দিচ্ছি, আর কোনোদিন যেন ভুলেও এই বাড়ীর ভিতর পা বাড়াবে না।

নাতালিয়া ঃ কোর্টে তুলবেন! ব্যস, আমরাও দেখে নেবো।

(টলতে টলতে লোমভের প্রস্থান)

চুবুকভ ঃ তাকে শয়তানে নিক্! (উত্তেজিতভাবে পায়চারি)

নাতালিয়া ঃ তুমি এ ধরনের ইতর ব্যক্তি আর কখনো দেখেছো বাবা? এর পরেও তুমি প্রতিবেশীদের বিশ্বাস করবে?

চুবুকভ ঃ একটা দুষ্ট কাকতাড়ুয়া! বদমাশ!

নাতালিয়া ঃ দানব! অন্যের সম্পত্তি জোর করে দখল করে নেয়--- আবার তাদেরকেই গালিগালাজ করার দুঃসাহস দেখায়।

চুবুকভ ঃ আর তার মত একটা অসম্ভব রকমের চঞ্চলমতি আর চক্ষুশূল ব্যক্তি কিনা এই বাড়ীতে প্রস্তাব নিয়ে আসবার ধৃষ্টতা দেখায় এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। তুই কি বিশ্বাস করবি ? প্রস্তাব।

নাতালিয়া ঃ কিসের প্রস্তাব ?

চুবুকভ ঃ হ্যাঁ, ভেবে দেখ্, সে কি না তোর কাছে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলো।

নাতালিয়া ঃ প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলো ? আমার কাছে ? আমাকে আগে বলোনি কেন বাবা ?

চুবুকভ ঃ আর সেজন্যেই তো সে অমন ফুলবাবু সেজে এসেছিলো। নচ্ছার। নীচ্।

নাতালিয়া ঃ আমার কাছে ? প্রস্তাব ? ওহ্। (চেয়ারে পতন ও বিলাপ) তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। তাকে আসতে বলো। জল্‌দি তাকে ফিরিয়ে আনো।

চুবুকভ ঃ কাকে ফিরিয়ে আনবো ?

নাতালিয়া ঃ জল্‌দি, জল্‌দি যাও। আমি মূর্চ্ছা যাচ্ছি। তাকে জল্‌দি ফিরিয়ে আনো। (মূর্চ্ছারোগগ্রস্তের মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অনবরত চীৎকার)

চুবুকভ ঃ কি হলো ? তুই কি চাস্ মা ? (মাথায় হাত দিয়ে) কি দুর্বিপাক। আমি নিজেকে গুলি করবো। আমি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করবো। উহ্। আমাকে জর্জরিত করে ফেললো।

নাতালিয়া ঃ মরে গেলাম। তাকে ফিরিয়ে আনো।

চুবুকভ ঃ দুত্তোর মেয়ে, অত বেহায়ার মত বিলাপ করিস্‌নে। (ছুটে প্রস্থান)

নাতালিয়া ঃ (একাকী বিলাপ) আমরা কি করলাম। তাকে ফিরিয়ে আনো। তাকে ফিরিয়ে আনো।

চুবুকভ ঃ (বেগে প্রবেশ) সে এক্ষুণি আসছে এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। দুত্তোর ছাই। উহ্। তুই তার সঙ্গে কথা বলবি। আমি মুখ খুলবো না বলে রাখলাম। মনে থাকে যেন।

নাতালিয়া ঃ (বিলাপ) তাকে ফিরিয়ে আনো।

চুবুকভ : (চীৎকার করে) বললাম তো, সে আসছে। সাবালিকা কন্যার বাপ্ হওয়ার কি যে বিড়ম্বনা! আমি আমার গলা কেটে ফেলবো, হ্যাঁ, সত্যি বলছি, আমার গলা কেটে ফেলবোই। আমরা লোকটাকে গালমন্দ করেছি, তাকে অপমানিত করেছি, তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি এবং সব কিছুই তোর জন্য। হ্যাঁ, তোর জন্য।

নাতালিয়া : কিছুতেই না। সব তোমার জন্য।

চুবুকভ : তাহলে সব আমার দোষ! ব্যস, তারপর?

(লোমভের প্রবেশ)

লোমভ : (ক্লান্ত) কী ভয়ঙ্কর ধড়ফড়ানি ------আমার পদযুগল অবশ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে ------একটা ভয়ানক ব্যথা আমার বুকের পাশে------

নাতালিয়া : আমাদের মার্জনা করে দিন। আমরা সত্যি অবিবেচকের মত আপনার সঙ্গে ব্যবহার করেছি, আইভান ভ্যাসিলি-য়েভিচ্। আমার এখন মনে পড়ছে, ভলোভাই তৃণক্ষেতগুলো প্রকৃতপক্ষে আপনারই।

লোমভ : আমার হৃৎপিণ্ডের ধড়ফড়ানি ভীষণ বেড়ে গেছে ••• তৃণক্ষেত-গুলো আমার!------আমার দু'চোখের পাতাগুলো ভীষণভাবে কাঁপছে --------

নাতালিয়া : হ্যাঁ, ওগুলো আপনার। আপনার। বসুন।---

(সকলের উপবেশন)

আমরা ভুল করেছিলাম।

লোমভ : আমার কাছে এটা ছিল একটা নীতির প্রশ্ন---- জমির মূল্য আমার কাছে কানাকড়িও নয়, কিন্তু আমার নীতির মূল্য সকলের ঊর্দ্ধে-----

নাতালিয়া : নীতি! ঠিকই বলেছেন। -----আমরা অন্য কথা বলি, আসুন!

লোমভ : বিশেষ করে আমার কাছে প্রমাণ আছে। আমার চাচীর দাদী সেগুলো আপনার বাবার দাদার চাষীদের দিয়েছিলেন•••

নাতালিয়া ঃ যথেষ্ট। ও ব্যাপারটা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে।
নয়।---(জনান্তিকে) আমি বুঝতে পারছি না, কেমন করে শুরু করবো।---(লোমভকে) আপনি কি এর মধ্যে শিকারে যাচ্ছেন?

লোমভ ঃ ফসল তোলার পর মেঠো মোরগ শিকারে যাবো ভাবছি, নাতালিয়া স্টেপানোভ্‌না।---ওহো, শুনেছেন কি? আমার মন্দ ভাগ্যের কথা শুনেছেন কি? আমার ট্রাইয়ার—তাকে তো চিনতেন আপনি—সে খোঁড়া হয়ে গেছে।

নাতালিয়া ঃ আহা-হা। কি হয়েছিলো?

লোমভ ঃ জানি না।--- হয়তো তার থাবা ভেঙে গিয়েছিলো কিংবা হয়তো অন্য কোনো কুকুর তাকে কামড়েছিলো।---(দীর্ঘ নিঃশ্বাস) আমার সবচেয়ে সেরা কুকুর ছিল। জানেন, তার জন্য মিরোনভকে আমি একশ' পঁচিশ রুবল দিয়েছিলাম।

নাতালিয়া ঃ আপনি কিন্তু অনেক বেশী টাকা দিয়েছিলেন, আইভান ভ্যাসিলিয়েভিচ্‌।

লোমভ ঃ আমার তখন মনে হয়েছিলো খুব সস্তায় কিনেছিলাম। কুকুরটা কিন্তু বড্ড চমৎকার ছিল।

নাতালিয়া ঃ বাবা পঁচাশি রুবল দিয়ে তার ফ্রাইয়ারকে কিনেছিলো। ফ্রাইয়ার কিন্তু আপনার কুকুর ট্রাইয়ারের চেয়ে অনেক ভালো।

লোমভ ঃ ফ্রাইয়ার ট্রাইয়ারের চেয়ে ভালো? আপনি আমাকে হাসালেন। (হাসি) ফ্রাইয়ার ট্রাইয়ারের চেয়ে ভালো। হু-হ্‌।

নাতালিয়া ঃ নিশ্চয় ট্রাইয়ার ফ্রাইয়ারের চেয়ে ভালো। তবে একথা সত্যি যে ফ্রাইয়ার বেশ ছোট—এখনো পরিপূর্ণ কুকুর হয়নি—কিন্তু এমন বিশেষ লক্ষণযুক্ত চতুর কুকুর ভোলচানিয়েটস্‌কিরও নেই।

লোমভ ঃ আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না, নাতালিয়া স্টেপানোভ্‌না। আপনি হয়তো ভুলে গেছেন তার চোয়াল চেপ্‌টা। আর চেপ্‌টা চোয়ালবিশিষ্ট কুকুর ঠিকমত কামড়াতে পারে না।

নাতালিয়া ঃ কি বললেন, চেপ্‌টা চোয়াল? কথাটা কিন্তু আমি এই প্রথম শুনলাম।

লোমভ ঃ আমি বলছি, ওর নীচের চোয়াল উপরের চোয়াল অপেক্ষা ছোট।

নাতালিয়া ঃ আপনি মেপে দেখেছেন নাকি?

লোমভ ঃ হ্যাঁ। শিকারের জন্য অবশ্য ঠিকই আছে কিন্তু কামড়ানোর কাজে সে মোটেই ভালো নয়।

নাতালিয়া ঃ আমাদের ফ্রাইয়ার হলো কুলীন কুকুর--সে হলো গিয়ে হার্নেস আর চিজেলের পুত্র--আর আপনার ট্রাইয়ারের গায়ের লোম এত রং-বেরংয়ের যে, সে কোন্ জাতের কুকুর ধরতেই পারবেন না। তার উপর সে একটা ভাড়াটিয়া ঘোড়ার মত বৃদ্ধ আর কুৎসিত---

লোমভ ঃ তার বয়স হয়েছে মানি। কিন্তু আপনাদের পাঁচটা ফ্রাইয়ারের বদলেও আমি তাকে হাতছাড়া করতে রাজী নই।--- আমি তা কল্পনাই করতে পারি না। ট্রাইয়ার হচ্ছে একটা সত্যিকারের কুকুর, আর ফ্রাইয়ার--- কার সাথে কি? তুলনাই চলে না। প্রত্যেক শিকারীরই আপনাদের ফ্রাইয়ারের মত দশ-পাঁচটা কুকুর আছে। তার জন্য পঁচিশ রুবল খরচ করলেই অতিরিক্ত বলে মনে হবে।

নাতালিয়া ঃ আপনার কাঁধে আজ প্রতিবাদের ভূত চেপে বসেছে, আইভান ভ্যাসিলিয়েভিচ্। প্রথমে তৃণক্ষেতগুলো আপনার বলে দাবী করলেন আর এখন কিনা বলছেন ফ্রাইয়ারের চেয়ে ট্রাইয়ার ভালো। কোনো লোক নিজে যা বিশ্বাস করেনা তা বললে আমার খুব খারাপ লাগে। প্রকৃতপক্ষে, আপনি নিজেও অতি উত্তম রূপেই জানেন যে, ফ্রাইয়ার আপনার ঐ হাঁদারাম ট্রাই-য়ারের চেয়ে শতগুণে ভালো। সুতরাং অনর্থক কেন আপনি ওভাবে উল্‌টো কথা বলছেন?

লোমভ ঃ বুঝতে পারছি, নাতালিয়া স্টেপানোভ্না, আপনি ভাবছেন, আমি হয় অন্ধ নয়তো নির্বোধ। আপনি কি কিছুতেই বুঝতে চাইবেন না যে, আপনাদের ফ্রাইয়ারের চোয়াল চেপ্‌টা?

নাতালিয়া ঃ না, মিথ্যে কথা।

লোমভ ঃ আমি বলছি, তার চোয়ালটা চেপ্‌টা।
নাতালিয়া ঃ (চীৎকার) না, মিথ্যে কথা।
লোমভ ঃ আপনি চেঁচাচ্ছেন কেন, ভদ্রে?
নাতালিয়া ঃ আপনিইবা ওসব আবোল-তাবোল বকছেন কেন? অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। আপনার ট্রাইয়ারকে এখন গুলি করে মেরে ফেলার সময় অথচ আপনি কিনা ফ্রাইয়ারের সঙ্গে তার তুলনা করছেন।
লোমভ ঃ আমি আর এভাবে তর্ক চালিয়ে যেতে পারছি না বলে দুঃখিত। আমার আবার বুক ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে গেছে।
নাতালিয়া ঃ আমি লক্ষ্য করেছি, শিকার সম্পর্কে যে ব্যক্তির জ্ঞান যত কম তিনিই সে বিষয়ে তত বেশী তর্ক করে থাকেন।
লোমভ ঃ ভদ্রে, দয়া করে চুপ করুন--- আমার হৃৎপিণ্ডখানা ফেটে যাচ্ছে।---(চীৎকার) চুপ করুন।
নাতালিয়া ঃ আপনি ট্রাইয়ারের অপেক্ষা ফ্রাইয়ার শতগুণে ভালো স্বীকার না করা পর্যন্ত কিছুতেই থামবো না।
লোমভ ঃ সে ট্রাইয়ারেরর চেয়ে একশ' গুণে খারাপ। আপনার ফ্রাইয়ারের এখন মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। ওহ্, আমার মাথা--- আমার চোখ---আমার কাঁধ---
নাতালিয়া ঃ আর আপনার হাঁদারাম ট্রাইয়ারের, আমি বলবো না মৃত্যু চাই, কারণ সে ইতিমধ্যেই অর্ধ-মৃত।
লোমভ ঃ (ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে) চুপ করুন। আমার হৃৎপিণ্ডটা এক্ষুণি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে।
নাতালিয়া ঃ আমি কিছুতেই চুপ করবো না।

(চুবুকভের প্রবেশ)

চুবুকভ ঃ আবার কি নিয়ে শুরু হলো?
নাতালিয়া ঃ বাবা, তুমিই অনুগ্রহ করে স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও তো, কোন্ কুকুরটা ভালো—আমাদের ফ্রাইয়ার না ওনার ট্রাইয়ার?
লোমভ ঃ স্টেপান স্টেপানিচ্, আপনাকে অনুনয় করে বলছি, দয়া করে

আমাদেরকে শুধু একটা কথা বলুন। আপনার ফ্রাইয়ারের চোয়ালটা চেপ্টা কিনা? হ্যাঁ কি না?

চুবুকভ ঃ হলোই বা? তাতে কি আসে যায়! যাহোক, এই সারা জেলায় একটাও ভালো কুকুর নেই এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

লোমভ ঃ কিন্তু আমার ট্রাইয়ার ভালো, তাই না? দোহাই আপনার, সত্যি করে বলুন।

চুবুকভ ঃ আহা, বাপু, অত উত্তেজিত হয়োনা।--- আমি বুঝিয়ে বলছি--- তোমার ট্রাইয়ারের নিশ্চয় অনেক ভালো গুণ আছে---তার জাত ভালো, পা খুব শক্ত, গড়নটা বেশ সুন্দর এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তুমি যদি সত্যি জানতে চাও, বাপু, তাহলে বলছি, কুকুরটার দু'টো সাংঘাতিক দোষ রয়েছে ঃ সে বৃদ্ধ এবং তার নাক খাঁদা।

লোমভ ঃ আবার ধড়ফড়ানি শুরু হলো---তাহলে ঘটনার উল্লেখ করেই বলছি.---আপনার নিশ্চয় মারুস্কিন মাঠে শিকারের কথা স্মরণ আছে, আমার ট্রাইয়ার কাউন্টের স্পটারের ঠিক সঙ্গে সঙ্গে ছিল, অথচ আপনাদের ফ্রাইয়ার কমপক্ষে আধা মাইল পিছনে ছিল।

চুবুকভ ঃ কাউন্টের এক শিকারী তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করায় সে পিছনে পড়ে গিয়েছিলো।

লোমভ ঃ ওটাই তার ন্যায্য পাওনা ছিল। [অন্যান্য কুকুরগুলো যখন শিয়ালকে ধাওয়া করছিলো ফ্রাইয়ার তখন একটা মেষকে উত্যক্ত করছিলো।

চুবুকভ ঃ মিথ্যে কথা! ---শোনো বাপু, আমি আবার অতি সহজেই রেগে যাই, তাই আমার অনুরোধ, এই ব্যাপারটা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করে লাভ নেই। লোকটা তাকে মেরে-ছিলো, কারণ মানুষ সব সময়ই অন্যের কুকুরের প্রতি ঈর্ষাকাতর---সত্যিই তো, সবাই একে অপরের কুকুরকে ঘৃণা করে। আর তুমি, বাপু, একেবারে নিরীহ গোবেচারা নও। এই যেমন, যে মুহূর্তে লক্ষ্য করলে যে, আরেক-

জনের কুকুর তোমার ট্রাইয়ার অপেক্ষা ভালো, সেই মুহূর্তে তুমি যা খুশি তা বকতে শুরু করলে---এবং ইত্যাদি ইত্যাদি ---বুঝলে তো, সব কিছুই আমার স্মরণ থাকে।

লোমভ ঃ আমারও মনে থাকে।

চুবুকভ ঃ (অনুকরণ করে) আমারও মনে থাকে! তোমার কি মনে আছে?

লোমভ ঃ ধড়ফড়ানি---আমার পা অবশ হয়ে গেল--- আমি পারছি না---

নাতালিয়া ঃ (অনুকরণ করে) ধড়ফড়ানি!--- কী ধরনের শিকারী আপনি? শিয়াল শিকার করার পিছনে না ছুটে বরং রান্নাঘরের উনুনের পাশে বসে আপনার আরশুলা পেষা উচিত ছিল। ধড়ফড়ানির নিকুচি করি!

চুবুকভ ঃ সত্যি! শিকার তোমার কাজ নয়। তোমার ঐ ধড়ফড়ানি এবং ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে অনর্থক ঝাঁকানি না খেয়ে বরং বাড়ীতে বসে থাকাই উচিত। তুমি যদি সত্যিকারের শিকারে যেতে তাহলে কথা ছিল না। কিন্তু তুমি তো কেবলমাত্র তর্ক করবার উদ্দেশ্যেই বের হও। আর অন্যের কুকুরের ভালোমন্দ বিচারের কাজেই ব্যস্ত থাকো এবং ইত্যাদি ইত্যাদি ----আমি সহজেই রেগে যাই, সুতরাং আমাদের এই আলোচনা বন্ধ করা দরকার। তুমি আদপেই শিকারী নও। তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

লোমভ ঃ আর আপনি—আপনি বুঝি একজন শিকারী? আপনি তো কেবল কাউন্টের অনুগ্রহলাভের আশায় আর অন্য মানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবার জন্য শিকারে যান।--- উহ্, আমার হৃৎপিণ্ড---আপনি একজন চক্রান্তকারী।

চুবুকভ ঃ কী? আমি—চক্রান্তকারী? (চীৎকার) চুপ করো।

লোমভ ঃ চক্রান্তকারী!

চুবুকভ ঃ ভেড়া! কুকুরের বাচ্চা!

লোমভ ঃ ধাড়ী ইঁদুর! ভণ্ড!

চুবুকভ ঃ জিহ্বা সামলে কথা বলো নইলে তিতির পাখীর মত একটা নোংরা বন্দুক দিয়ে তোমাকে গুলি করবো। বাক্যবাগীশ্!

লোমভ ঃ সকলেই জানে—উহ্, আমার হৃৎপিণ্ড—যে, আপনার স্ত্রী আপনাকে পিটাতো। ---আমার পা--- আমার মাথা --- ---চোখের সামনে সরষেফুল ---আমি পড়ে যাচ্ছি--- আমি পড়ে---

চুবুকভ ঃ আর তোমার ঝি তোমাকে বুঝি তার বুড়ো আঙুলের নীচে চেপে রাখে না? সে কথাও কারো জানতে বাকী নেই।

লোমভ ঃ আঃ আঃ আঃ, আমার হৃৎপিণ্ড টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে গেল। আমার কাঁধও গেল?--- আমার কাঁধ কোথায়?--- আমি মরে যাচ্ছি। (হাতলযুক্ত চেয়ারে পতন) ডাক্তার! (মূর্চ্ছা)

চুবুকভ ঃ ভেড়া! কুকুরের বাচ্চা! বাক্যবাগীশ্! আমিও খুব দুর্বল বোধ করছি। (পানি পান) ভীষণ দুর্বল লাগছে।

নাতালিয়া ঃ শিকারী বটে! ঘোড়ার পিঠে কেমন করে বসতে হয় তাও আপনি জানেন বলে মনে হয় না। (পিতাকে উদ্দেশ্য করে) বাবা! তার কি হলো? বাবা! দেখো, বাবা! (তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার) আইভান ভ্যাসিলিয়েভিচ্! তিনি মরে গেছেন!

চুবুকভ ঃ আমি ভীষণ দুর্বল বোধ করছি।--- আমার দম আটকে আসছে। আমাকে বাতাস দে।

নাতালিয়া ঃ তিনি মরে গেছেন। (লোমভের জামার আস্তিন ধরে নেড়ে) আইভান ভ্যাসিলিচ্! আইভান ভ্যাসিলিচ্! এ আমরা কি করলাম! তিনি মরে গেছেন। (একটা হাতলযুক্ত চেয়ারে বসে) ডাক্তার! ডাক্তার! (মূর্চ্ছারোগগ্রস্তের মত কান্না ও হাসি)

চুবুকভ ঃ তারপর? কি হলো? তুই কি চাস্?

নাতালিয়া ঃ (বিলাপ) সে মরে গেছে!--- মরে গেছে!

চুবুকভ ঃ কে মরে গেছে? (লোমভের প্রতি তাকিয়ে) সত্যিই কি সে মরে গেছে! খোদা! পানি! ডাক্তার! (একটা পানির গ্লাস লোমভের ঠোঁটে লাগিয়ে) একটু পানি খাও! --- উঁহু, খাবে না!--- তাহলে সে মরে গেছে এবং ইত্যাদি ইত্যাদি ---আমি

সত্যি খুব দুর্ভাগা। আমি আমার মগজের ভিতর দিয়ে একটা গুলি ছুঁড়লাম না কেন? আমি অনেক আগেই আমার গলা কেটে ফেললাম না কেন? আমি আর কিসের জন্যে অপেক্ষা করছি? আমাকে একটি ছুরি দে। আমাকে একটা বন্দুক দে।

(লোমভ মৃদু নড়ে উঠলো)

আমার মনে হচ্ছে তার দেহে প্রাণে ফিরে আসছে। --- এই নাও, একটু পানি খাওতো। ঠিক আছে---

লোমভ : আমার চোখের সামনে সরষেফুল লাফাচ্ছে---কেমন যেন কুয়াশাচ্ছন্ন--- আমি কোথায়?

চুবুকভ : তোমার খুব শীগ্‌গিরই বিয়ে করে ফেলা উচিত—চুলোয় যাক্‌ —সে রাজী। (দু'জনের হাত মিলিয়ে দেন) নাতালিয়া রাজী এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তোমাদের দোয়া করি এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাকে শুধু একা থাকতে দাও।

লোমভ : এ্যাঁ? কি? (উঠে দাঁড়িয়ে) কে?

চুবুকভ : নাতালিয়া রাজী! ব্যস, একজন আরেকজনকে চুমু খাও এবং---এবং শত্রুর মুখে ছাই পড়ুক!

নাতালিয়া : (বিলাপ) সে বেঁচে আছে। ---হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি রাজী।---

চুবুকভ : এসো এবং দু'জনে চুমু খাও!

লোমভ : এ্যাঁ? কে? (নাতালিয়াকে চুমু খেয়ে) আমার খুব খুশী লাগছে। ---কী হলো বলুন তো? ও, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। --- আমার হৃৎপিণ্ড --- সরষেফুল --- আমি খুব সুখী, নাতালিয়া স্টেপানোভ্‌না। ---(তার হাতে চুমু খেয়ে) আমার পা অবশ হয়ে গেছে---

নাতালিয়া : আমি---আমিও খুব সুখী---

চুবুকভ : আমার পিঠ থেকে যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গেল।--- ---ওহ্।

নাতালিয়া : কিন্তু---তথাপি, তুমি নিশ্চয় এখন স্বীকার করবে, ট্রাইয়ার ফ্রাইয়ারের মত তত ভালো কুকুর নয়।

লোমভ : না, ভালো!

নাতালিয়া : উঁহু, খারাপ!

চুবুকভ : এই তো, সুখের সংসার আবার শুরু হলো! শ্যাম্পেন নিয়ে এসো।

লোমভ : না, ভালো!

নাতালিয়া : উঁহু, খারাপ! খারাপ! খারাপ!

চুবুকভ : (সকলের গলা ছাপিয়ে চীৎকার করে) শ্যাম্পেন! শ্যাম্পেন নিয়ে এসো।

য ব নি কা

কৌতুক একাংকিকা

চরিত্র-লিপি

পোপোভা ঃ ইয়েলিয়েনা আইভানোভ্না, এক ভূস্বামীর যুবতী বিধবা ; সুন্দরী, গালে টোল।

স্মীরনোভ ঃ গ্রীগরী স্টেপানোভিচ, মাঝবয়েসী, ভূস্বামী,

লুকা ঃ মাদাম পোপোভার বৃদ্ধ গৃহ ভৃত্য।

নাটিকার ঘটনা প্রবাহের স্থান মাদাম
পোপোভার গ্রামের বাড়ীর ড্রয়িংরুম

ভল্লুক

[পোপোভা গভীর শোকে মগ্ন। চোখ দু'টো একটা ছবির উপর নিবদ্ধ; এবং লুকা।]

লুকা : এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না, ভদ্রে! আপনি কেবল নিজেকেই মেরে ফেলছেন। রাঁধুনি আর পরিচারিকা বনে স্ট্রবেরী ফুল তুলতে গেছে----প্রতিটি জীবন্ত প্রাণী সুখী---এমনকি বিড়ালটি পর্যন্ত কেমন করে জীবনকে উপভোগ করতে হয় তা জানে—প্রাঙ্গণে কি সুন্দর চড়ে বেড়াচ্ছে আর পাখীর পিছু ধাওয়া করছে! আর আপনি সারাদিন ঘরের কোণে বন্দী হয়ে আছেন। সন্ন্যাসিনীর মত। কোনো কিছুতেই যেন আপনার আনন্দ নেই। ছি! ছি! আমার বিশ্বাস প্রায় এক বছর ধরে আপনি বাড়ীর বাইরে কোথাও যাননি!

পোপোভা : এবং আমি কোনোদিন বাইরে যাবোও না---কেন যাবো? আমার জীবনতো শেষ হয়ে গেছে। সে কবরে শুয়ে আছে---আর আমি এই চার দেয়ালের মাঝে নিজেকে পুঁতে রেখেছি—আমরা দু'জনেই মৃত।

লুকা : আবার শুরু করলেন। ওসব আর আমার শুনতে ভালো লাগে না। নিকোলাই মিহাইলোভিচ্ আজ মৃত। আয়ু ফুরালে মানুষ মারা যাবেই। তিনিও মারা গেছেন। অন্তর্যামীর ইচ্ছাও তাই ছিল। প্রার্থনা করি তিনি যেন বেহেস্তবাসী হোন। আপনি তাঁর মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করেছেন। হয়েছে—কিন্তু এবার তো শোকের পালা শেষ হওয়া দরকার। আপনি তো আর সারা জীবনভর কাঁদতে পারেন না বা শোক-বস্ত্র পরিধান করে থাকতে পারেন না। আমিও তো আমার সহধর্মিণীকে হারিয়েছি---বেশ, তাতে হলো কি? আমি একমাস কিংবা

হয়তো তারচে' বেশী কিছুদিন ধরে শোক প্রকাশ করেছি আর কেঁদেছি। আমার তো মনে হয় তার জন্য সেটাই যথেষ্ট ছিল। মনে করুন, যদি ভিক্ষুকের মত সারা জীবন ধরে আমি তার জন্য বিলাপ করতাম তাহলে সেটা কি বৃদ্ধার মূল্যের চেয়ে অনেক অধিক হয়ে যেত না। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে) আপনি আপনার সকল প্রতিবেশীদের ভুলে গেছেন ---আপনি তাদের কাছেও যান না। অথচ তাদেরকেও বাড়ীতে অভ্যর্থনা জানাবেন না। আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলছি, আমরা যেন মাকড়সার মত জীবনযাপন করছি। আমরা দিনের আলোর দর্শন পাই না। ইঁদুর আমাদের পোশাক-আশাক কেটে ফেলছে---আর এমনও নয় যে, আশে-পাশে কোনো ভালো মানুষ নেই। খুব আছে। সারা জেলা ভর্তি আছে। রাইশ্লোভাতে এক পল্টন সৈন্য অবস্থান করছে। অফিসাররা দেখতেও বেশ সুদর্শন। আপনি কিছুতেই তাদের মুখের উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারবেন না, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। ছাউনিতে কোনো একটা শুক্রবারও নাচ ছাড়া অতিক্রান্ত হয় না। তাছাড়া, শোনা যায়, সামরিক বাদকদল নাকি প্রতিদিনই সংগীত পরিবেশন করে থাকে। আহ্ ! মাদাম, আপনি যুবতী, সুন্দরী, অপূর্ব স্বাস্থ্যবতী--আপনার বেঁচে থাকার প্রয়োজন। জীবনকে পরি-পূর্ণভাবে উপভোগ করে বেঁচে থাকার দরকার। ---আপনি জানেন, সৌন্দর্য চিরস্থায়ী নয়, আপনার রূপও চিরদিন থাকবে না। হয়তো আরো দশ বছর পরে ময়ূরের মত আপনিও পেখম মেলে অফিসারদের মুগ্ধ করতে চাইবেন, কিন্তু তখন আর সময় থাকবে না। দেখবেন, কালের চাকা অনেকদূর ঘুরে গেছে। অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে।

পোপোভা ঃ (দৃঢ়তার সঙ্গে) অমন কথা আমি আর কোনোদিন তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই না। তুমি খুব ভালো করেই জানো, নিকোলাই মিহাইলোভিচের মৃত্যুর পর থেকে জীবনের মূল্য

আমার কাছে সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। হয়তো তোমার মনে হবে আমি বেঁচে আছি। কেবলমাত্র সেটুকু ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কোনোদিন আমার এই শোক পালন শেষ করবো না। আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কখনো দিনের আলো দেখবো না।--- শুনতে পাচ্ছো তো? তার বিদেহী আত্মা দেখুক আমি তাকে কত ভালোবাসি। ---হ্যাঁ, আমি জানি, তোমার কাছেও গোপন নেই। তিনি মাঝে-মধ্যে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন, গালি-গালাজ করতেন, আর---আর তিনি আমার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন না। তাহলেও আমি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো এবং দেখিয়ে দেবো যে আমি তাঁকে কতখানি ভালোবাসতে পারি। কবরের ভিতর থেকে তিনি দেখবেন, তাঁর মৃত্যুর পূর্বে যেমন ছিলাম এখনও আমি ঠিক তেমনি আছি----

লুকা : এভাবে কথা বলার চেয়ে আপনি বরং বাগানে খানিকক্ষণ বেরিয়ে আসুন কিংবা টবি বা জায়েন্ট ঘোড়াকে সাজাতে বলি, কোনো প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে ঘুরে আসুন।

পোপোভা : ওহ্! (কান্না)

লুকা : ভদ্রে! ভদ্রে!---কি হলো? খোদা আপনার সহায় হোন!

পোপোভা : টবি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। তিনি সব সময় টবিকে নিয়ে কোরচাঘিন এবং ভ্ল্যাসোভ্দের ওখানে বেড়াতে যেতেন। তিনি কি সুন্দর গাড়ী চালাতে পারতেন! তিনি যখন দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে লাগাম টেনে ধরতেন তখন তাঁকে কি সুন্দরই না দেখাতো! তোমার কি সে কথা মনে পড়ছে না? টবি! টবি! টবিকে আজকে বাড়তি এক বস্তা জই দিতে বলে দিও।

লুকা : আচ্ছা।

(দরজায় জোরে ঘন্টি বাজার শব্দ)

পোপোভা : (চম্‌কে উঠে) কে এলো? আমি কারো সঙ্গে দেখা করি না বলে দাও।

লুকা ঃ যাচ্ছি। (প্রস্থান)

পোপোভা ঃ (ছবির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একাকী) তুমি দেখবে নিকোলাস, আমি কেমন ভালোবাসতে পারি আর ক্ষমাশীল হতে পারি। --- আমার ভালোবাসা আমি ইচ্ছা করলে তবেই কেবল ম্লান হতে পারে কিংবা আমার হৃৎপিণ্ডের চলার গতি থেমে গেলে তার মৃত্যু হতে পারে। (হাসি; তারপর আধা-ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে) তুমি কি নিজের জন্য লজ্জিত নও? আমার মত অমন ভালো এবং প্রেমনিষ্ঠ স্ত্রী ক'জন স্বামীর ভাগ্যে জোটে! আমি নিজেকে বন্দী করে রেখেছি এবং সারা জীবনভর আমি তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো। যখন তুমি—আচ্ছা তুমি কি নিজের জন্য লজ্জিত নও? তুমি কেন আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে? কেন আমাকে ফেলে তুমি চলে গেলে?----

লুকা ঃ (দ্রুতবেগে প্রবেশ) ভদ্রে, আপনার সঙ্গে কে যেন দেখা করতে এসেছেন।

পোপোভা ঃ কিন্তু তুমি কি তাকে বলোনি আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমি কারো সঙ্গে দেখা করি না।

লুকা ঃ বলেছি, কিন্তু তিনি শুনতে রাজী নন। তিনি বলছেন, ব্যাপারটা নাকি খুবই জরুরী।

পোপোভা ঃ আমি কারো সঙ্গে দেখা করবো না।

লুকা ঃ আমি সে কথা বার বার তাকে বলেছি, কিন্তু--- লোকটা ভারী বেপরোয়া ----আমার কথায় কর্ণপাত না করে আমাকে দস্তুরমতো ধাক্কা মেরে ভিতরে ঢুকে গেছেন--- এই মুহূর্তে তিনি ডাইনিং-রুমে আছেন।

পোপোভা ঃ (বিরক্তিভরে) উত্তম, তাকে নিয়ে এসো।---উহ্, মানুষগুলো এত নিষ্ঠুরও হতে পারে!

(লুকার প্রস্থান)

আর কি একগুঁয়ে। ওরা আমার কাছে কি চায়? কেন এভাবে ওরা আমার মনের শান্তি বিপর্যস্ত করবে? (দীর্ঘ-

নিঃশ্বাস ফেলে) না, মনে হচ্ছে যেন আমাকে কোনো আশ্রমে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। (মনে মনে খানিকক্ষণ বিবেচনা করে) ঠিক, কোনো আশ্রমে----

(লুকা ও স্মীরনোভ-এর প্রবেশ)

স্মীরনোভ ঃ (প্রবেশ করতে করতে লুকাকে উদ্দেশ্য করে) নির্বোধ--- খালি কথার রাজা---গর্দভ! (পোপোভাকে মর্যাদা ব্যঞ্জক মূর্তি ধারণ করতে দেখে) মাদাম, সবিনয়ে আমার পরিচয় নিবেদন করছি ; আমার নাম গ্রীগরী স্টেপানোভিচ স্মীরনোভ! একজন ভূস্বামী এবং গোলন্দাজ বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যাণ্ট্। একটা অতীব জরুরী ব্যাপারে আমি আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি।----

পোপোভা ঃ (হাত না বাড়িয়ে) আপনি কি চান?

স্মীরনোভ ঃ আপনার স্বামী, যার সঙ্গে আমার পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিলো, মৃত্যুকালে আমার কাছে দু'টো বিলের বিনিময় বাবদ বরোশ' রুবল ঋণ রেখে গেছেন। আমাকে যেহেতু আগামীকাল সুদসমেত সমস্ত অর্থ কৃষি ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে, আপনি যদি দয়া করে আমার প্রাপ্য অর্থ আজকের মধ্যে পরিশোধ করে দেন তাহলে বাধিত হবো।

পোপোভা ঃ বরোশ'! ---আমার স্বামী কি বাবদ সে টাকা আপনার কাছ থেকে নিয়েছিলেন?

স্মীরনোভ ঃ তিনি আমার কাছ থেকে জই কিনতেন।

পোপোভা ঃ (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে লুকাকে উদ্দেশ্য করে) টবিকে বাড়তি এক বস্তা জই দেয়ার কথা বলতে ভুলে যেও না লুকা। (লুকার প্রস্থান। স্মীরনোভকে লক্ষ্য করে) নিকোলাই মিহাইলোভিচ্ যদি আপনার কাছে ঋণী থাকেন তাহলে অবশ্যই আমি তা পরিশোধ করবো। কিন্তু আজ আমাকে ক্ষমা করতে হবে। কারণ, আজ আমার হাতে কোনো টাকা নেই। পরশু আমার গোমস্তা শহর থেকে ফিরে এলে আপনার টাকা পরিশোধ করে দিতে বলবো। তার আগে আপনার

টাকা ফেরৎ দিতে পারছি না বলে দুঃখিত।---তাছাড়া, আজ থেকে ঠিক সাত মাস আগে আমার স্বামী মারা গেছেন। তাই অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে মনোযোগ দেয়ার মত আমার মনের অবস্থা নয়।

স্মীরনোভ ঃ এবং আমার পকেটের অবস্থাও তথৈবচ। অথচ আগামী-কালের মধ্যে যদি সুদ পরিশোধ করতে না পারি তাহলে আমি সম্পূর্ণরূপে দেউলিয়া হয়ে যাবো। আমার সম্পত্তি নিলামে উঠবে।

পোপোভা ঃ আগামী পরশু আপনার টাকা পেয়ে যাবেন।

স্মীরনোভ ঃ আজকেই আমার টাকার দরকার। পরশুদিন নয়।

পোপোভা ঃ ক্ষমা করবেন। আজকে আমি টাকা দিতে পারবো না।

স্মীরনোভ ঃ এবং আমি পরশুদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না।

পোপোভা ঃ কিন্তু টাকা না থাকলে আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি ?

স্মীরনোভ ঃ অর্থাৎ আপনি টাকা দিতে পারবেন না ?

পোপোভা ঃ না, দিতে পারবো না।

স্মীরনোভ ঃ হুঁ।---এটাই কি তাহলে আপনার শেষ কথা ?

পোপোভা ঃ হ্যাঁ। আমার শেষ কথা।

স্মীরনোভ ঃ আপনার শেষ কথা ? ঠিক তো ?

পোপোভা ঃ ঠিক।

স্মীরনোভ ঃ আপনাকে হাজার ধন্যবাদ! আপনার কথা স্মরণ থাকবে। (কাঁধ দুলিয়ে) তার পরেও আপনি আমাকে মেজাজ ঠিক রাখতে বলেন! এইতো কিছুক্ষণ আগে, এখানে আসবার পথে আমি আবগারী অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, তোমার মেজাজ সারাক্ষণ ওরকমচড়ে থাকে কেন, গ্রীগরী স্টেপানোভিচ্ ? আশা করি, আমাকে ভুল বুঝবেন না, আচ্ছা বলুন, আমি কেমন করে আমার মেজাজ ঠিক রাখতে পারি ? আমার টাকার খুব দরকার---আমি গতকাল দিন শুরু হবার আগে ঘর থেকে

বেরিয়েছি এবং আমার প্রতিটি খাতকের দোরে ধরণা দিয়েছি, কিন্তু- - -আপনি কি বিশ্বাস করবেন ? একজনও আমার টাকা পরিশোধ করেনি। আমি অসম্ভব ক্লান্ত! একটা খুপরীতে কাল রাতটা কাটিয়েছি। একটা ইহুদী সরাইখানাতে ভদ্‌কার খালি একটা পিপার পাশে শুয়ে থেকে আমার সারাটা রাত কেটেছে।- - -টাকা পাবার আশায় চল্লিশ মাইল দূরে গিয়েও টাকা না পেলে আমার মেজাজ যদি বিগড়ে যায় তাহলে সে দোষ কার ? আমি কেমন করে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখি ?

পোপোভা ঃ আমার মনে হয় আপনাকে পরিষ্কারভাবে অবস্থাটা বুঝাতে পেরেছি। আমার গোমস্তা শহর থেকে ফিরে এলেই আপনি আপনার টাকা ফেরৎ পেয়ে যাবেন।

স্মীরনোভ ঃ আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, আপনার গোমস্তার সঙ্গে নয় ? আমার অশোভন ভাষা প্রয়োগের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। আপনার গোমস্তার সঙ্গে আমার কিসের প্রয়োজন ?

পোপোভা ঃ কিছু মনে করবেন না। এ ধরনের অদ্ভুত ভাষা বা কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আমি পরিচিত নই। আমি আর এক মুহূর্তের জন্যও আপনার কথা শুনতে রাজী নই। (দ্রুতবেগে প্রস্থান)

স্মীরনোভ ঃ (একাকী) মেজাজটা কিন্তু ভালোই লাগলো। - - -তার স্বামী সাত মাস আগে মৃত্যুবরণ করেছে। - - -কিন্তু আমাকে তো সুদ পরিশোধ করতে হবে, হবে নাকি ? বুঝলাম, না হয় আপনার স্বামী মারাই গেছেন, তাই বলে ওসব লোক দেখানো ঢং কেন- - - আপনার গোমস্তা কাজে বাইরে গেছেন, মরুক গে! কিন্তু আমি কি করবো ? বেলুনে চড়ে আমার খাতকদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াবো ? অথবা দৌড়ে গিয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকবো ? আমি গ্রোজদিওবের বাড়ীতে গেলাম। বাড়ীতে নেই। ইয়ারোশেভিচ কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। আর কুরিৎ-সিনের সঙ্গে অমন ঝগড়া বাঁধলো যে আরেকটু হলে তাকে

জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিলাম আর কি! মাজুটোভ পেটের ব্যাথায় কঁকাচ্ছে। আর এই তিনি---বিরহ বিধুরা! কেউ একটা কানাকড়ি আমাকে দিলো না। কেননা, আমি তাদেরকে প্রশ্রয় দিয়েছি। কারণ, আমার মন বৃদ্ধার হৃদয়ের মত অল্পতেই গলে যায়। আমি দুর্বলচিত্ত পুরুষ! আমি তাদের সঙ্গে অতি ভদ্র ব্যবহার করেছি! ব্যস্, অপেক্ষা করো! হুঁ, বলে দিলেই হলো! এক্ষুণি দেখতে পাবে আমি মানুষটা কিসের তৈরী। আমার সঙ্গে চালাকি করে পার পাবে না পাজীর দল। আমি এখানে বসে থাকবো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ঋণ পরিশোধ না করছেন কিছুতেই নড়বো না। ইস্, নিজেকে কেমন যেন উন্মত্ত মনে হচ্ছে! আমি ভয়ানক ক্ষেপে গেছি। রাগে দস্তুরমতো কাঁপছি। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট বোধ করছি---ওহ্, খোদা! আমি মূর্চ্ছা যাচ্ছি। (চীৎকার করে) কে আছো?

(লুকার প্রবেশ)

লুকা ঃ কি হলো?

স্মীরনোভ ঃ আমার জন্য কিছু কাবাশ্ আর এক গ্লাস পানি নিয়ে এসো!

(লুকার প্রস্থান)

স্মীরনোভ ঃ আর এটাইবা কোন্ ধরনের যুক্তি! একটা মানুষের টাকার খুব দরকার। প্রয়োজনটা যেন তার গলায় ফাঁস আটকে আছে। অথচ তিনি টাকা দেবেন না। কারণ, তিনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে নিজেকে জড়িত করতে পারবেন না।---একেই বলে বনিতার যুক্তি! আর সেজন্যই তো আমি কোনো দিন মেয়েছেলের সঙ্গে কথা বলি না বা বলতে পছন্দ করি না। আমি বরং বারুদের পিপার উপর বসতে রাজী তবু মেয়েছেলের সঙ্গে কথা বলতে কিছুতেই রাজী নই। ইস্,----আমার সমস্ত দেহখানা দস্তুরমতো কাঁপছে। ঐ ক্ষুদে অকর্মণ্য স্ত্রীলোকটা আমাকে ভয়ানক ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। ওধরনের একটা কল্পনাপ্রবণ প্রাণীর প্রতি দূর থেকে

তাকালেও যেন আমার ক্রোধটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে আর সঙ্গে সঙ্গে আমার পায়ের মাংসপেশীতে খেঁচুনি ধরে। এবং তক্ষুণি সাহায্যের জন্য চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছা করে।

লুকা ঃ (প্রবেশ করে তাকে পানি দেয়) মাদাম অসুস্থ, কারো সঙ্গে দেখা করবেন না।

স্মীরনোভ ঃ বেরিয়ে যাও।

(লুকার প্রস্থান)

অসুস্থ। কারো সঙ্গে দেখা করবেন না। খুব ভালো। আমার সঙ্গে দেখা করার দরকার নেই। ---যতক্ষণ পর্যন্ত না টাকা পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এখানে বসেই থাকবো। আপনি যদি এক সপ্তাহ ধরে পীড়িত থাকেন তাহলে আমি এক সপ্তাহ নাগাদ এখানে অপেক্ষা করবো।--- আপনি যদি এক বছর ধরে পীড়িত থাকেন তাহলে এক বছর নাগাদ বসে থাকবো। ---তবুও আমার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করে নিয়ে তবে ছাড়বো। হ্যাঁ, একথা আপনি মনে রাখবেন। আপনার শোক দেখে আমি তুষ্ট হবো না। কিংবা আপনার টোল পড়া চিবুকও আমাকে----ঐ টোলের কথা আমার খুব জানা আছে। (জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চীৎকার করে) সেমিওন, ঘোড়ার লাগাম খুলে ফেল্। কিছুদিনের জন্য এখান থেকে নড়ছি না। আমি এখানেই কিছুদিন অবস্থান করবো। আস্তাবলের লোকদের ঘোড়াগুলোকে কিছু জই দিতে বল্। আরে বলদ, তুই দেখছি বাঁ পাশের ঘোড়াটার পায়ে লাগামগুলো আবার জড়িয়ে ফেলেছিস্। (তাকে অনুকরণ করে) ওটা কি-চ্-ছু না। ---আমি তোকে এক কানা-কড়িও দেবো না। (জানালার কাছ থেকে সরে) বিরক্তিকর। একদিকে আবহাওয়াটা অসহনীয়, অন্যদিকে কেউ দেনা পরিশোধ করবে না। আরেক দিকে গতরাতে এক ফোঁটা ঘুমাতে পারিনি। সবার উপরে ঐ শোকবিধুরার মেজাজ। উহ্, আমার মাথা ব্যথা করছে।

আমার খানিকটা ভদ্‌কার প্রয়োজন। এখানে পাওয়া যাবে কি? (চীৎকার করে) কে আছো?

লুকা : (প্রবেশ) কী চাই?

স্মীরনোভ : আমার জন্য এক গ্লাস ভদ্‌কা দিয়ে এসো।

(লুকার প্রস্থান)

ওফ্‌হ্‌! (উপবেশন ও নিজেকে পর্যবেক্ষণ) ইস্‌, আমার চেহারাটার দশা কি হয়েছে! সারা শরীর বালিতে নেয়ে গেছে। আমার জুতা জোড়া নোংরা হয়ে আছে, হাত-মুখ ধোয়া হয়নি, চুল আঁচড়ানো হয়নি, আমার ফতুয়াতে খড়ের কুটি লেগে রয়েছে।---নিশ্চয় ভদ্রমহিলা আমাকে ঠগ্‌ বলে ভেবে থাকবেন। (হাই তুলে) এই অদ্ভুত আর বিচিত্র বেশে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করা সত্যিই অভদ্রতা। ---আরে রেখে দাও তোমার শিষ্টতা। কে আবার থোরাই গ্রাহ্য করে?---আমি তো আর এখানে একজন দর্শনার্থী নই, আমি একজন উত্তমর্ণ। তাছাড়া, একজন ঋণ-দাতার পোশাক-পরিচ্ছদ কেমন হতে হবে তারও কোনো নিয়মকানুন নেই।---

লুকা : (প্রবেশ ও ভদ্‌কা প্রদান) আপনি কিন্তু শিষ্টতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন---

স্মীরনোভ : (রাগান্বিত কণ্ঠে) কি বললে?

লুকা : আমি---ও কিছু নয়---না মানে আমি কেবল---

স্মীরনোভ : তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো জানো? তোমার জবান বন্ধ করে রাখো। নইলে---

লুকা : (জনান্তিকে) নির্বোধ লোকটার কাণ্ড দেখো! ওহ্‌, কি বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা! নিশ্চয় স্বয়ং শয়তান তাকে এখানে নিয়ে এসেছে---

(লুকার প্রস্থান)

স্মীরনোভ : ইস্‌, আমি কী ভয়ানক ক্ষেপে আছি। অত ভয়ঙ্কর ক্ষেপে আছি যে, আমি সমস্ত পৃথিবীটাকে গুঁড়ো করে দিতে পারি।

আমি যেন আবার মূর্চ্ছা যাচ্ছি।---(চীৎকার করে) কে আছো?

পোপোভা ঃ (প্রবেশ। দৃষ্টি আনত) দেখুন, বেশ কিছুদিন যাবৎ আমার এই শান্ত পরিবেশে মানুষের এহেন কণ্ঠস্বর শুনতে আমি অভ্যস্ত নই। তাছাড়া, আমি চীৎকার সহ্য করতে পারি না। আপনার কাছে আমার শান্তি বিনষ্ট না করার জন্য সবিনয় প্রার্থনা জানাচ্ছি।

স্মীরনোভ ঃ আমার টাকা পরিশোধ করে দিন। আমি চলে যাই।

পোপোভা ঃ আমি তো সোজা ভাষায় আপনাকে বলেছি, এই মুহূর্তে আমার হাতে টাকা নেই। পরশুদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

স্মীরনোভ ঃ এবং আমিও আপনাকে সাতিশয় সম্মানের সঙ্গে সোজা ভাষায় বলেছি, আজকেই আমার টাকা চাই। কাল বাদে পরশু নয়। আপনি যদি আজ আমার টাকা পরিশোধ না করেন তাহলে বাধ্য হয়ে আগামীকালও আমাকে এখানে অবস্থান করতে হবে।

পোপোভা ঃ কিন্তু আমার কাছে টাকা না থাকলে কি করতে পারি বলুন?

স্মীরনোভ ঃ তাহলে আপনি সহজে টাকা পরিশোধ করবেন না?---- আপনি টাকা দেবেন না?

পোপোভা ঃ আমি দিতে পারবো না।

স্মীরনোভ ঃ তাহলে দেখছি আমাকে এখানে থাকতেই হচ্ছে। টাকা না পাওয়া পর্যন্ত আমি এখানেই বসে থাকবো। (উপবেশন) তাহলে আগামী পরশুদিন আপনি আমার টাকা পরিশোধ করবেন? ব্যস্, আমিও পরশুদিন পর্যন্ত এখানে বসে থাকবো। আমি ঠিক এইভাবে বসে থাকবো। (লাফিয়ে উঠে) আমি জিগ্যেস করছি, পরশুদিনের মধ্যে আমাকে আমার দেনা পরিশোধ করতে হবে কিনা বলুন?---ভাবছেন, আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছি?

পোপোভা ঃ আহ্, দয়া করে অমনভাবে চীৎকার করবেন না। এটা তো আর আস্তাবল নয়।

স্মীরনোভ ঃ আমি আস্তাবলের কথা জিগ্যেস করছি না। পরশুদিনের মধ্যে আমাকে আমার দেনা পরিশোধ করতে হবে কিনা তার উত্তর জিগ্যেস করছি।

পোপোভা ঃ আপনি দেখছি ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলতে জানেন না।

স্মীরনোভ ঃ হ্যাঁ, ভদ্রমহিলার সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় তা আমি খুব ভালো করেই জানি।

পোপোভা ঃ না, আপনি জানেন না। আপনি একজন অসভ্য, অভদ্র ব্যক্তি। ভদ্রলোক কখনো ভদ্রমহিলার সঙ্গে এভাবে কথা বলে না।

স্মীরনোভ ঃ আপনি আমাকে বিস্মিত করলেন দেখছি। তাহলে আমি আপনার সঙ্গে কিভাবে কথা বললে আপনি পছন্দ করবেন? ফরাসী ভাষাতে, না, অন্য কোনো ভাষাতে? (ক্রোধ-মিশ্রিত কৃত্রিম কণ্ঠে) হে ভদ্রে, আমি শুনে অতীব আনন্দিত হলেম যে, আপনি আমার টাকা পরিশোধ করতে অপরাগ।--- আপনাকে বেকায়দায় ফেললাম বলে আমি করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি! আজকের আবহাওয়া কি মনোরম! আপনার পরিধেয় এই শোক-পরিচ্ছদও কি সুন্দর মানানসই! (অভিবাদন এবং দু'পায়ের জুতার গোঁড়ালি সশব্দে ঠুকলেন)

পোপোভা ঃ আপনার এই অমার্জিত ব্যবহার কিন্তু মোটেই আপনার চাতুর্যের সাক্ষ্য বহন করে না।

স্মীরনোভ ঃ (তাকে অনুকরণ করে) অমার্জিত ব্যবহার। মোটেই আপনার চাতুর্যের সাক্ষ্য বহন করে না। আমি ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে জানি না! মাদাম, আপনার জীবনে আপনি যত চড়াই দেখেছেন আমি তার চেয়ে বহুগুণ বেশী মেয়েছেলে দেখেছি। তিনজন মহিলার জন্য আমি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করেছি। বারো জন রমণীকে আমি ত্যাগ করেছি আর নয় জন রমণী আমাকে পরিত্যাগ করেছে। সত্যি বলছি! একদা আমি মূর্খের ভূমিকায় অভিনয় করেছি। আমি নারীর জন্য ভাবপ্রবণ হয়ে উঠতাম এবং তাদেরকে তোষামোদ

করতাম, আমি তাদের স্তুতিতে মুখরিত হয়ে উঠতাম, তাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতাম আর তাদের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করতাম---আমি ভালোবেসেছিলাম, আমি ক্লেশ ভোগ করেছিলাম, চাঁদের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে-ছিলাম, আমি নমনীয় হয়ে পড়েছিলাম, আমি গলে গিয়ে-ছিলাম, আমি খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়েছিলাম--- আমি উন্মত্তের ন্যায় প্রগাঢ় ভালোবেসেছিলাম। শয়তানের মুখে ছাই দিয়ে বলছি, আপনি যে কোনো ভাবেই চিন্তা করুন না কেন, আমি ম্যাগপাই পাখীর মত নারী স্বাধীনতার জন্য কথা বলেছি এবং আমার অর্ধেক ঐশ্বর্য নিজের কোমল হৃদয়বৃত্তিকে চরিতার্থ করার জন্য ব্যয় করেছি। কিন্তু এখন—আপনাকে হাজার ধন্যবাদ! আপনি এখন আমাকে বুঝতে পারবেন না। আমি অনেক দেখেছি। কৃষ্ণ চক্ষু, কামুক, চক্ষু, রক্তিম ওষ্ঠ, টোলপড়া চিবুক, জ্যোৎস্নার আলো, ফিস্‌ফিসানি, স্বল্প প্রশ্বাস—মাদাম, আমি ওসবের জন্য আপনাকে এক কানাকড়িও দেবো না। আমি অবশ্য আপনার সান্নিধ্যের কথা বলছি না, কিন্তু সব নারী, যুবতী হোক আর প্রৌঢ়াই হোক, সবাই সমান। সবাই অস্বাভাবিক, কপট, ঈর্ষাপরায়ণ জল্পক আর ডাহা মিথ্যুক। তারা অহংকারীও বটে। তারা নীচুমনা, নির্দয়, দারুণ যুক্তিহীন, এবং এক্ষেত্রে (কপালে চপেটাঘাত) আমার সরলতার জন্য মার্জনা চাইছি—যে কোনো চড়ুই পাখী একজন স্ত্রী-দার্শনিককে দশ নম্বর দিবে। আপনি এই সকল কল্পনাপ্রবণ প্রাণীর দিকে তাকান! কী সুন্দর— যেন অর্ধেক-দেবী—আপনি মহা আনন্দ অনুভব করবেন! কিন্তু আপনি তাদের হৃদয়ে উঁকি দিন, দেখবেন—অতি সাধারণ কুমীর! (চেয়ারের পশ্চাৎভাগ সজোরে চেপে ধরার ফলে চেয়ারটা মট্ মট্ শব্দ করে ভেঙে গেল) কিন্তু আমার সব চাইতে বেশী বিতৃষ্ণা লাগে এজন্য যে, এই কুমীর যে কোনো কারণেই হোক ভাবে যে, কোমল হৃদয়বৃত্তির ধারণ-ক্ষমতা হচ্ছে তার একটা বিশেষ গুণ এবং তাতে রয়েছে

তার একচেটিয়া সুবিধা ও অধিকার। আমি হলফ করে বলছি যে, একমাত্র ল্যাপ্-ডগ ছাড়া নারীজাতি আর কোনো জীবন্ত প্রাণীকে ভালোবাসতে জানে না। সে যোগ্যতা তাদের নেই। আমার কথা যদি বিন্দুমাত্র মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আপনি আমার মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে ঐ পেরেকে আমাকে টাঙিয়ে রাখবেন। প্রেমে পড়লে তারা কেবল গোঙাতে পারে আর কেঁদে চোখমুখ ফুলাতে পারে। পুরুষ যখন সহ্য আর ত্যাগ স্বীকার করে, নারী তখন ঘাগড়া ছেঁচড়ে আর প্রতিটি বিষয়ে তাদের আদেশ পালন করতে বাধ্য করে পুরুষদের প্রতি তাদের ভালোবাসার অনুভূতি ব্যক্ত করে। আপনার দুর্ভাগ্য যে, আপনি নারী হয়ে জন্মেছেন। সুতরাং নারী-প্রকৃতি সম্পর্কে নিজের কাছ থেকেই আপনাকে জানতে হবে। বেশ, তাহলে আপনার দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি কি জীবনে এমন কোনো নারীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন যিনি সরল, প্রেমনিষ্ঠ আর বিশ্বস্ত? না, সাক্ষাৎ লাভ করেননি। কেবলমাত্র বৃদ্ধ আর কুৎসিত নারীই অনুগত ও বিশ্বস্ত। আপনি হয়তো সিংঅলা কোনো বিড়াল বা সাদা কাদাখোঁচা পাখীর সাক্ষাৎ পাবেন, কিন্তু বিশ্বস্ত নারীর সাক্ষাৎ লাভ দুর্লভ।

পোপোভা : কিছু যদি মনে না করেন তাহলে জিগ্যেস করি, প্রেমে আপনি কাকে অনুগত আর বিশ্বস্ত বলে মনে করেন? নিশ্চয় পুরুষজাতি নয়?

স্মীরনোভ : হ্যাঁ, অবশ্যই পুরুষজাতি।

পোপোভা : পুরুষজাতি। (ক্রোধযুক্ত হাসি) পুরুষরা প্রেমে অনুগত আর বিশ্বস্ত! নিঃসন্দেহে একটা খবর বটে! (ভাবের সঙ্গে) কিন্তু একথা বলার কি অধিকার আপনার আছে? পুরুষরা অনুগত আর বিশ্বস্ত! ফুহ্। আচ্ছা, তাহলে আমি উদাহরণ দিয়েই বলছি। অবশ্য সেজন্য বেশীদূর যেতে হবে না। আমার স্বামীই তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।--- আমি তাঁকে

গভীরভাবে ভালোবেসেছিলাম। সমস্ত প্রাণ-মন ঢেলে তাকে আপন করে নিয়েছিলাম। বিবেচক তরুণীই শুধুমাত্র ওভাবে ভালোবাসতে পারে। আমি তাঁর চরণে আমার প্রাণ, যৌবন, সুখ, সৌভাগ্য সমস্ত কিছু সঁপে দিয়েছিলাম। আমি তাঁকে দেবতার মত পূজা করতাম। আর---আর---অথচ জানেন? সর্বোৎকৃষ্ট মানুষটি প্রতিটি পদে আমাকে দুষ্টের মত প্রতারণা করেছে। তার মৃত্যুর পর তার টেবিলের ড্রয়ারে এক বোঝা প্রেম-পত্র পেয়েছি। অথচ তাঁর জীবিতকালে ওরকমটি কল্পনা করাও ছিল ভয়ঙ্কর। আমাকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ একাকী ফেলে রেখে আমারই নাকের ডগায় অন্য মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছে। আর আমার সঙ্গে করেছে বিশ্বাসঘাতকতা। তিনি হঠকারীর মত আমার টাকা দু'হাতে উড়িয়েছেন আর তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসার প্রগাঢ়তা দেখে মনে মনে হেসেছেন। তা সত্ত্বেও আমি তাঁকে ভালোবেসেছিলাম এবং তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম। সবার উপরে, তিনি যদিও এখন মৃত, তবুও এ পর্যন্ত আমি তাঁর প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত রয়েছি। আমি নিজেকে এই চার দেয়ালের মধ্যে সমাধিস্থ করে রেখেছি এবং আমৃত্যু কৃষ্ণ-আচ্ছাদন দেহে ধারণ করে রাখবো বলে ঠিক করেছি---

স্মীরনোভ ঃ (অবজ্ঞাসূচক হাসি) কৃষ্ণ-আচ্ছাদন! আপনি আমাকে কি ভাবছেন জানি না। যেন আমি জানি না কেন আপনি ঐ কালো আলখাল্লা গায়ে চড়িয়ে রেখেছেন আর কেনইবা এই চার দেয়ালের মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রেখেছেন? বরং এটা আরো রহস্যময় আর ছন্দোময়! মনে করুন, সামরিক স্কুলের কোনো তরুণ বা কোনো নির্বোধ কবি আপনার বাসার পাশ দিয়ে যাচ্ছে—সে কি আপনার জানালার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে ভাববে না ঃ 'ঐ যে সেখানে রহস্যময়ী তামারা বাস করে। স্বামীর প্রেমে অন্ধ হয়ে সে নিজেকে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে রেখেছে।' ও ধরনের কৌশল আমাদের খুব জানা আছে!

পোপোভা ঃ (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) কি? আমাকে এ ধরনের কথা বলার সাহস হলো আপনার?

স্মীরনোভ ঃ আপনি নিজেকে জীবন্ত কবর দিয়ে রেখেছেন অথচ মুখে পাউডার মাখতে তো একটুও ভুল করেননি।

পোপোভা ঃ কিন্তু---আমাকে এ ধরনের কথা বলছেন, আপনার সাহস তো কম নয়?

স্মীরনোভা ঃ দয়া করে অত চেঁচিয়ে কথা বলবেন না। মনে রাখবেন, আমি আপনার গোমস্তা নই। সত্য চিরদিনই সত্য। সত্য কথা বলতে আমার বিন্দুমাত্র সাহসের অভাব হয় না। তাছাড়া, আমি নারী নই। নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার ব্যাপারে আমার ডাক গুরুগুরু নেই। অতএব অনুগ্রহপূর্বক চেঁচাবেন না।

পোপোভা ঃ আমি নই, আপনিইতো চেঁচাচ্ছেন। দয়া করে আমাকে একা থাকতে দিন।

স্মীরনোভ ঃ আমার পাওনা টাকা পরিশোধ করে দিন আমি চলে যাচ্ছি।

পোপোভা ঃ আমি আপনাকে টাকা দেবো না।

স্মীরনোভ ঃ হ্যাঁ, টাকা আপনাকে দিতেই হবে।

পোপোভা ঃ এক কানা-কড়িও দেবো না! আপনি চলে যান, আমাকে একা থাকতে দিন।

স্মীরনোভ ঃ যেহেতু আপনার স্বামী বা বাগদত্ত হবার বিন্দুমাত্র অভিলাষ আমার নেই, অতএব আমার উপকারার্থে কোনো সীন সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই। (উপবেশন) আমি তা পছন্দ করি না।

পোপোভা ঃ (ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে) আবার বসলেন?

স্মীরনোভ ঃ হ্যাঁ বসলাম।

পোপোভা ঃ আমি আপনাকে বেরিয়ে যেতে বলছি।

স্মীরনোভ ঃ আমার টাকা পরিশোধ করে দিন---(জনান্তিকে) ইস্, আমি কি ভয়ঙ্কর রেগে গেছি!---ভয়ঙ্কর রেগে গেছি!

পোপোভা ঃ আমি অমন উদ্ধত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে চাই না। ভালো মানুষের মত এখান থেকে বেরিয়ে যান। (খানিক থেমে) আপনি গেলেন না? যান।

স্মীরনোভ ঃ না।

পোপোভা ঃ না?

স্মীরনোভ ঃ না।

পোপোভা ঃ তাহলে---(ঘণ্টি বাজালেন)

(লুকার প্রবেশ)

পোপোভা ঃ লুকা, এই ভদ্রলোককে বের করে দাও।

লুকা ঃ (স্মীরনোভের দিকে অগ্রসর হলো) দেখুন, ভালোয় ভালোয় চলে যান---নইলে আপনাকে---

স্মীরনোভ ঃ (লাফিয়ে উঠে) চুপ। তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো জানো? পিটিয়ে আমি তোমার চামড়া ছিলে ফেলবো।

লুকা ঃ (হৃৎপিণ্ড চেপে ধরে) হে খোদা!---(হাতঅলা চেয়ারে পতন) আহ্, আমি অসুস্থ বোধ করছি, আমি অসুস্থ বোধ করছি। আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না!

পোপোভা ঃ ডাশা কোথায়? ডাশা। (চীৎকার) ডাশা, পেলাঘেইয়া, পেলাঘেইয়া, ডাশা! (ঘণ্টি বাজালেন)

লুকা ঃ ঃও-হ্! তারা সবাই স্ট্রবেরী ফল তুলতে গেছে। বাসায় কেউ নেই----আমি মূর্চ্ছা যাচ্ছি। পানি।

পোপোভা ঃ (স্মীরনোভকে) আপনি কি দয়া করে এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন?

স্মীরনোভ ঃ আপনি কি দয়া করে আরেকটু ভদ্র হতে পারেন না?

পোপোভা ঃ (মুষ্টি বন্ধ করে এবং মেঝের উপর সজোরে পদাঘাত করে) আপনি একটা চাষা! একটা জংলী ভল্লুক! একটা পশু! একটা দানব।

স্মীরনোভ ঃ কি বললেন?

পোপোভা ঃ আপনি একটা ভল্লুক! একটা দানব!

পোপোভা : আপনি একটা ভল্লুক। একটা দানব!

স্মীরনোভ : (পোপোভার দিকে অগ্রসর হয়ে) আমাকে অপমান করার কোনো অধিকার আপনার নেই।

পোপোভা : বেশ করছি, আমি আপনাকে অপমান করছি।---- তাতে হয়েছে কি? আপনি কি ভাবছেন, আপনার ভয়ে আমি ভীত?

স্মীরনোভ : রূপের দেমাগে মাটিতে পা পড়ে না বলে বুঝি সকলকে অপমান করার অধিকার আপনার আছে? বলুন? আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি।

লুকা : হে খোদা।----পানি!

স্মীরনোভ : আমার পিস্তল কোথায়!

পোপোভা : আপনার প্রকাণ্ড মুষ্ঠির দেমাগে বুঝি ভাবছেন আমাকে অনায়াসে কাবু করতে পারবেন আর আমি ভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবো? বলুন? ষণ্ডা কোথাকার!

স্মীরনোভ : আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি। আমি মুখ বুজে এভাবে অপমান সহ্য করতে পারবো না। হলেনইবা আপনি মহিলা। আমি গ্রাহ্য করি না। আমাকে এভাবে অপমান করতে দেবো না। একটা ঠুন্‌কো জীব! তার আবার অত বাড়াবাড়ি।

পোপোভা : (গলার চড়া স্বরে স্মীরনোভের কণ্ঠস্বর তলিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে চীৎকার করে) ভল্লুক! ভল্লুক! ভল্লুক!

স্মীরনোভ : পুরুষরাই কেবল পুরুষদের প্রতি অপমানের জবাব দেবে সেই ধারণা পাল্টাবার সময় এসেছে। মেয়েরা যদি সমান অধিকার চায়, তাহলে তাদেরকে সমান অধিকার লাভের যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে। আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি!

পোপোভা : আপনি নিশ্চয় আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছেন?

স্মীরনোভ : এক্ষুণি, এই মুহূর্তে!

পোপোভা : এই মুহূর্তে। আমার স্বামীর কয়েকটা পিস্তল ছিল। আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি। (দ্রুতবেগে প্রস্থান এবং পুনঃপ্রবেশ)

আপনার ঐ উদ্ধত মস্তকখানা বুলেটবিদ্ধ করতে পারবো বলে আমার খুব খুশী লাগছে। নরকের অনন্ত শাস্তি ভোগ করতে পারবেন। (প্রস্থান)

স্মীরনোভ ঃ মুরগীর ছানার মত ওকে আমি শেষ করে ফেলবো। আমি তো আর একটা ভাবপ্রবণ দাম্ভিক তরুণ নই---ঠুন্‌কো জীব আমার জন্য নয়।

লুকা ঃ হে মহানুভব! (হাঁটু ভেঙে বসে) দয়া করে এই বৃদ্ধের প্রতি একটু অনুগ্রহ করুন। আপনি এখান থেকে চলে যান! ভয়ে আমি একেবারে সেঁদিয়ে গেছি। তার উপর, এখন আবার আপনারা দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন!

স্মীরনোভ ঃ (তার কথায় কর্ণপাত না করে) দ্বন্দ্বযুদ্ধে? হ্যাঁ, ঠিক। ওটাইতো সমান অধিকার লাভের অন্যতম পন্থা। আর তাতেই আসবে মুক্তি। ভদ্রে, তোমার জন্য সেই সুযোগ প্রতীক্ষা করছে। আমাকে অন্ততঃ নীতির খাতিরেও ওকে ঘায়েল করতে হবে। কিন্তু কি সাংঘতিক মেয়েরে বাবা! (অনুকরণ করে) 'আপনার ঐ উদ্ধত মস্তকখানা বুলেটবিদ্ধ করতে পারবো বলে আমার খুব খুশি লাগছে। নরকের অনন্ত শাস্তি ভোগ করতে পারবেন।' অদ্ভুত মেয়েলোক! আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবার সময় উত্তেজনায় তার মুখমণ্ডল কেমন লাল হয়ে উঠেছিলো আর চোখগুলো থেকে কেমন স্ফুলিঙ্গ বের হয়ে আসছিলো। সত্যি বলছি! তার মত এমন মেয়ে আমার জীবনে আর কখনো দেখিনি!

লুকা ঃ আপনি দয়া করে চলে যান। আমি সারা জীবন আপনার জন্য প্রার্থনা করবো।

স্মীরনোভ ঃ ঠিক এ ধরনের মেয়েই তোমার উপযুক্ত স্মীরনোভ! এ ধরনের মেয়েকেই আমি তারিফ করি। সত্যিকারের নারী! দুর্বলচিত্ত অবলা নয়! অগ্নিদীপ্ত প্রাণী! ঠিক যেন বারুদ! আতশবাজি! ওকে হত্যা করতে হবে বলে সত্যি আমার দুঃখ লাগছে!

লুকা ঃ (কান্না জড়ানো কণ্ঠে) হে মহানুভব, দয়া করে চলে যান।

স্মীরনোভ ঃ আমি যথার্থই ওকে পছন্দ করি। সত্যি বলছি! হ্যাঁ, সত্যি বলছি। তার গালে টোল পড়লেও তাকে আমার খুব পছন্দ হয়ে গেছে। আমি তাকে ঋণ মুক্ত করে দিতেও প্রস্তুত। ---আমার ক্রোধ অন্তর্হিত হয়ে গেছে--- চমৎকার মহিলা!

পোপোভা ঃ (পিস্তলসহ প্রবেশ) এই নিন পিস্তল--- তবে শুরু হবার আগে কেমন করে ছুঁড়তে হয় দয়া করে দেখিয়ে দিন। আমি এর আগে কোনোদিন পিস্তল হাতে নিইনি।

লুকা ঃ হে খোদা, তুমি বাঁচাও! তুমি আমাদের উপর দয়া বর্ষণ করো। যাই দেখি, মালী আর গাড়োয়ানকে ডেকে নিয়ে আসি--- কোত্থেকে যে এই আপদ আমাদের মাথার উপর এসে পড়লো? (প্রস্থান)

স্মীরনোভ ঃ (পিস্তল পরীক্ষা করতে করতে) দেখুন, নানা ধরনের পিস্তল আছে ---দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে তৈরী পিস্তলও আছে। তার নাম হলো মর্টিমার। কিন্তু এগুলো হচ্ছে স্মীথ ওয়েসন্স। খুব সুন্দর পিস্তল! দাম কমপক্ষে নব্বই রুবল। আপনি ঠিক এভাবে পিস্তলটা ধরবেন!---(জনান্তিকে) কি সুন্দর চোখ! অপরূপ! হৃদয়ে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়!

পোপোভা ঃ এই ভাবে?

স্মীরনোভ ঃ হ্যাঁ, ঠিক ওভাবে---তারপর ঘোড়াটা তুলবেন--- ঠিক এইভাবে লক্ষ্য স্থির করবেন --- মাথাটা একটু পিছনের দিকে কাৎ করে রাখবেন। হাতটা এবার লম্বা করে প্রসারিত করুন---ঠিক হয়েছে ---তারপর আঙুল দিয়ে ঐ ছোট্ট জিনিসটাকে চাপ দিন—ব্যস, হয়ে গেল—কিন্তু মনে রাখবেন, বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হলে চলবে না আর তাড়াহুড়ো না করে লক্ষ্য স্থির করবেন--- হাত কিছুতেই নড়াবেন না।

পোপোভা ঃ উত্তম!---ঘরের মধ্যে গুলি ছোড়া খুব সুবিধাজনক নয়, চলুন আমরা বাগানে যাই।

স্মীরনোভ ঃ বেশ! তবে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি আমি কিন্তু আকাশে গুলি ছুড়বো।

পোপোভা ঃ কেন?

স্মীরনোভ ঃ কারণ---কারণ---আমার খুশী।

পোপোভা ঃ আপনি ভীষণ ভয় গেছেন, তাই না? সত্যি? আ-হা! কিন্তু পিছলে গেলে চলবে না। সুবোধ বালকটির মত আমাকে অনুসরণ করুন। আপনার ঐ কপালে একটা ফুটো না করা পর্যন্ত আমি দু'চোখের পাতা এক করতে পারবো না—আপনার ঐ কপালটাকে আমি ভীষণভাবে ঘৃণা করি। হুঁ, আপনি কৌশলে হটে যেতে চাইছেন!

স্মীরনোভ ঃ সত্যি তাই!

পোপোভা ঃ মিথ্যে কথা! কেন আপনি যুদ্ধ করবেন না?

স্মীরনোভ ঃ কারণ---কারণ আপনি---আমি আপনাকে পছন্দ করি।

পোপোভা ঃ (রাগত স্বরে) তিনি আমাকে পছন্দ করেন! সাহস দেখে আর বাঁচিনা! তিনি দুঃসাহসীর মত বলছেন, আমাকে পছন্দ করেন! (দরজার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে) আপনি যেতে পারেন।

স্মীরনোভ ঃ (নিঃশব্দে পিস্তল নামিয়ে রেখে টুপিখানা তুলে নিয়ে দরজার কাছে গেলেন। দরজার গোড়ায় থামলেন এবং পরস্পরের দিকে প্রায় আধা মিনিটের মত নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তিনি দ্বিধাগ্রস্তভাবে পোপোভার কাছে এগিয়ে গেলেন) শুনুন!---আপনি কি এখনো রেগে আছেন? আমিও যে খুব রেগে আছি আপনি বুঝতে পারছেন না। আমি কেমন করে আপনাকে বুঝাবো? সত্য ঘটনা হচ্ছে---বুঝলেন--- আসল কথা হলো---ঘটনাটা ঘটে গেল---(চীৎকার করে) যাক্, আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে, সেটা নিশ্চয় আমার দোষ নয়? (চেয়ারের পশ্চাৎদেশ সজোরে চেপে ধরলেন। চেয়ারটা মট্ মট্ আওয়াজ করে ভেঙে গেল)

দুত্তোর ছাই, কি ঠুন্‌কো চেয়ার ঘরে রেখেছেন! আমি আপনাকে পছন্দ করি বুঝতে পেরেছেন? আমি---আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি!

পোপোভা ঃ আমার কাছ থেকে দূরে থাকুন—আমি আপনাকে ঘৃণা করি।

স্মীরনোভ ঃ ওরে বাপ্, কি মেয়েছেলে! এমনটি আমার জীবনে কখনো দেখিনি! আমি হেরে গেছি! আমার সব শেষ! ইঁদুরের মত ফাঁদে আটকে পড়েছি।

পোপোভা ঃ দূরে থাকুন, নইলে আমি গুলি করবো।

স্মীরনোভ ঃ করো গুলি! তুমি কল্পনা করতে পারবে না তোমার ঐ অপরূপ দৃষ্টির সামনে মরতে পারলে আমি কত সুখী হবো! তোমার ঐ ছোট মলমল-মসৃণ হস্তধৃত অস্ত্র থেকে গুলি এসে যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে আমার জন্ম সার্থক ভাববো ---আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! আমাকে এই মুহূর্তে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কারণ আমি যদি একবার এই স্থান ত্যাগ করি, তাহলে আমাদের দু'জনের মধ্যে জীবনে আর কোনোদিন দেখা হবে না। স্মীরনোভ, তুমি জলদি সিদ্ধান্ত নাও! ---আমি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান, আমি একজন সৎ লোক, আমার বাৎসরিক আয় দশ হাজার রুবল্---আমার খাসা ঘোড়া আছে---তুমি আমার স্ত্রী হবে?

পোপোভা ঃ (রুষ্ট চিত্তে পিস্তল তুলে) দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামুন! আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি!

স্মীরনোভ ঃ আমার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। (চীৎকার করে) কে আছো? পানি!

পোপোভা ঃ (চীৎকার করে) আসুন, যুদ্ধ করি!

স্মীরনোভ ঃ নিশ্চয় আমার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছে, নইলে একটা নির্বোধের মত, একটা তরুণের মত কেন প্রেমে পড়ি! (তিনি পোপোভার হাত চেপে ধরেন, পোপোভা ব্যথায় ককিয়া উঠে) আমি

তোমাকে ভালোবাসি। (পোপোভার সামনে নতজানু হয়ে) আমি তোমাকে ভলোবাসি। এত ভালো জীবনে আর কাউকে বাসিনি। বারোজন নারীকে আমি ত্যাগ করেছি, নয়জন নারী আমাকে পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু তোমার মত তাদের কাউকে ভালোবাসিনি---আমি কেমন যেন কোমল আর সিক্ত হয়ে পড়েছি---এই দেখো না, তোমার সামনে নতজানু হয়ে নির্বোধের মত তোমাকে আমার প্রেম নিবেদন করছি--- এটা সত্যি লজ্জাকর আর অসম্মানজনক। গত পাঁচ বছর যাবৎ আমি প্রেমে পড়িনি। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম প্রেমে পড়বো না। আর হঠাৎ আজ কিনা আমার এই দশা। গলা পর্যন্ত প্রেমে নিমগ্ন। বিয়ের জন্য প্রস্তাব দিচ্ছি। হ্যাঁ কি না? তুমি কি রাজী? উত্তম, তোমাকে রাজী হতে হবে না। (উঠে দাঁড়ালেন এবং দ্রুতবেগে হেঁটে দরজার কাছে গেলেন)।

পোপোভা ঃ একটু দাঁড়ান।

স্মীরনোভ ঃ (থেমে) বলো?

পোপোভা ঃ না, কিছু না।--- আপনি যেতে পারেন---দাঁড়ান---না, যান, চলে যান। আমি আপনাকে ঘৃণা করি---না যাবেন না। আপনি যদি জানতেন আমি কেমন রেগে আছি। কি ভয়ঙ্কর সে রাগ। (পিস্তলটা টেবিলের উপর নিক্ষেপ করে) এই ভয়ানক জিনিসটা ধরে রাখতে রাখতে আমার আঙুলগুলো দস্তুরমতো অবশ হয়ে গেছে---(ক্রোধে রুমাল ছিঁড়ে) দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? বেরিয়ে যান।

স্মীরনোভ ঃ বিদায়।

পোপোভা ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, যান!---(চীৎকার করে) কোথায় যাচ্ছেন আপনি? দাঁড়ান---আপনি বরং যান। ইস্, আমার যা রাগ হচ্ছে না! না, না, আমার কাছে আসবেন না, কাছে আসবেন না।

স্মীরনোভ ঃ (পোপোভার কাছে গিয়ে) আমি নিজেই আমার উপর অসম্ভব রেগে গেছি। একটা স্কুলের ছেলের মত আমি প্রেমে পড়ে গেছি।

হাঁটু গেড়ে এতক্ষণ আমি প্রেম নিবেদন করছিলাম। আমার মাংশপেশীতে কেমন যেন শিহরণ অনুভব করছি। --- (রুক্ষ স্বরে) আমি তোমাকে ভালোবাসি। ঐ জিনিসটা আমি কোনো-ক্রমেই চাইনি। আমাকে আগামীকাল সুদ পরিশোধ করতেই হবে। তৃণ সংরক্ষণের কাজ মাত্র শুরু হয়েছে আর তুমি এখন---(পোপোভার কোমর ধরে) এ জন্য আমি কোনোদিন নিজেকে ক্ষমা করবো না।

পোপোভা ঃ আমার কাছ থেকে দূরে সরে দাঁড়ান। আমার কোমর থেকে হাত সরিয়ে নিন। আমি---আমি তোমাকে ঘৃণা করি। আমি -----তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি।

(দীর্ঘ চুম্বন)

(কুঠার হাতে লুকার প্রবেশ। তার পেছনে আঁচড়া হাতে মালী ও শাবল হাতে গাড়োয়ান এবং লাঠি হাতে কয়েকজন মজুরের প্রবেশ)

লুকা ঃ (চুম্বনরত যুগলকে দেখে) হে খোদা।

(খানিক বিরতি)

পোপোভা ঃ (অবনত নয়নে) লুকা, টবিকে আজ আর জই দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

যবনিকা

কৌতুক একাংকিকা

চরিত্র-লিপি

- শিপুচিন, এণ্ড্রি এণ্ড্রিয়েভিচ, মিউচ্যুয়াল ক্রেডিট সোসাইটির বোর্ড অব ডিরেক্টরদের চেয়ারম্যান। মাঝ-বয়েসী। চোখে মনোকল পরেন।
- তাতিয়ানা আলেক্‌সিয়ীভ্‌না, তাঁর স্ত্রী, বয়স ২৫।
- হিরিন, কুজ্‌মা নিকোলায়েভিচ, ব্যাঙ্কের বয়স্ক হিসাব-রক্ষক।
- ম্যারচুটকিনা, নাতাশিয়া ফিওদোরোভ্‌না, বৃদ্ধা মহিলা। গায়ে পুরানো ঢংয়ের ওভারকোট।
- শেয়ারহোল্ডারগণ।
- ব্যাঙ্কের কর্মচারীবৃন্দ।

নাটিকার ঘটনাপ্রবাহের স্থান মিউচ্যুয়াল ক্রেডিট সোসাইটির অফিস কক্ষ।

[চেয়ারম্যানের অফিস কক্ষ। বাঁ পাশের দরজা দিয়ে ব্যাঙ্কের মূল অফিসে যাবার পথ। দু'খানা ডেস্ক সাজানো। কক্ষটি বিলাসবহুল। হাতাঅলা চেয়ার মখমল কাপড়ে মোড়ানো। তাছাড়া, ফুলদানিতে ফুল, ভাস্কর্য মূর্তি, কার্পেট ও টেলিফোন সুন্দর করে সাজানো। কাল—দুপুর বেলা। হিরিন একাকী। পায়ে গরম বুট পরিহিত]

হিরিন ঃ (দরজা পথে চীৎকার করে) অষুধের দোকান থেকে চার আনা দামের ভেলেরিয়ান ড্রপ আনতে পাঠিয়েছো তো? হ্যাঁ শোনো, এক গ্লাস পানিও নিয়ে এসো চেয়ারম্যানের কামরায়। আর কতবার বলতে হবে এক কথা? (একটা ডেস্কের কাছে গিয়ে) আমি ভয়ানক ক্লান্ত। গত তিন দিন ধরে আমি কেবল লিখেই চলেছি—এক মুহূর্তের জন্য ঘুমাতে পারিনি—সারাদিন এই ঘরে বসে লিখেছি আর রাতে বাসায় বসে লিখেছি। লেখার যেন আর শেষ নেই। (কাশি) তার উপর আমার কেমন যেন জ্বর জ্বর লাগছে। আমি কাঁপছি! আমার শরীর বেশ গরম আর সেই সঙ্গে কাশি—আমার পা ব্যথা করছে আর চোখের সামনে সব কিছুকেই যেন আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দেখছি! (উপবেশন) ঐ পাজি, ঐ ভাঁড় চেয়ারম্যান কিনা আমাদের আজকের সাধারণ সভার একটা রিপোর্ট পড়বেন! সেই রিপোর্টের শিরোনামা হবে ঃ আমাদের ব্যাঙ্ক, বর্তমান এবং ভবিষ্যত। তিনি নিজেকে একজন কেউকেটা বলে ভেবে খুব তৃপ্তি পান নিশ্চয়। (লিখতে লিখতে দুই ---এক---এক---শূন্য---এক---ছয়

--- তিনি সকলের চোখে ধুলো দিতে চাইছেন। সুতরাং আমাকে এখানে বসে শৃঙ্খলিত দাসের মত খালি কাজ করে যেতে হবে। কাল্পনিক অর্থহীন সব বিবরণ দিয়ে তিনি তাঁর রিপোর্ট ভরে দিতে চান—ব্যস, তাঁকে শয়তান নিক্! আর আমাকে সারাদিন ধরে বসে বসে পুঁতির দানা গুণতে হচ্ছে! (গণনার ফ্রেমে আটকানো পুঁতির দানা গণনা) অথচ আমি এই কাজটাকেই খুব ঘৃণা করি। ---(লিখন) হ্যাঁ, তাহলে কি হলো---এক---তিন---সাত---দুই---এক ---শূন্য--- তিনি আমার কাজের জন্য পুরস্কার দিবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। ---দেখা যাক্! (লিখন) কিন্তু আমার প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন কিন্তু কিছুতেই অভিযোগ করতে পারবেন না, যদি---আমি রগচটা মানুষ ---আমাকে যখন খ্যাপামীতে পেয়ে বসে তখন কিন্তু খুন করে ফেলতে পারি---হ্যাঁ, সত্যি বলছি!

(নেপথ্যে কোলাহল ও হাততালি। শিপুচিনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসবে ঃ 'ধন্যবাদ! আপনাদেরকে ধন্যবাদ! আমি বিমোহিত।' শিপুচিনের প্রবেশ। পরিধানে সান্ধ্যকালীন পোশাক, গলায় সাদা টাই বাঁধা ও হাতে একটি এ্যালবাম। এ্যালবামটি একটু আগে উপহার পেয়েছেন)

শিপুচিন ঃ (দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এবং অফিসের ভিতরে ভাষণ দেয়ার ভঙ্গিতে) আমার প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, আপনাদের এই অমূল্য উপহার আমার জীবনের পরম আনন্দের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপে আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমি লালন করবো। বন্ধুগণ, আমি আবার আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। (দর্শকদের দিকে মুখ করে নিজের হাতে চুমু খেলেন এবং হিরিনের দিকে এগিয়ে গেলেন)

আমার প্রিয়. আমার অতি সম্মানিত বন্ধু কুজ্‌মা নিকোলায়েভিচ!

(তিনি যখন মঞ্চে থাকবেন তখন কর্মচারীরা তাঁর স্বাক্ষরের জন্য কাগজ-পত্র নিয়ে আসা-যাওয়া করবে)

হিরিন ঃ (দাঁড়িয়ে) এণ্ড্রি এণ্ড্রিয়েভিচ, আমাদের ব্যাঙ্কের পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি জয়ন্তী উপলক্ষে আপনাকে আমার সাদর অভিনন্দন জানাই এবং কামনা করি---

শিপুচিন ঃ (খুব জোরে হাত নেড়ে) তোমাকে ধন্যবাদ, আমার প্রিয় বন্ধু, তোমাকে ধন্যবাদ! আজকের এই দিন এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি জয়ন্তীর দিন। (পরস্পরকে আলিঙ্গন) আমার অত্যন্ত আনন্দ লাগছে! তোমার সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি! তোমার সকল কাজের জন্য তুমি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করো। এই ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হিসেবে আমার অধিষ্ঠানের ব্যাপারে সকল সাফল্যের মূলে রয়েছে আমার সহকর্মীদের আন্তরিক পরিশ্রম। আমার সাফল্যের জন্য আমি তাদের কাছে ঋণী। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে) হ্যাঁ, বন্ধু আমার, পনোরো বছর! দীর্ঘ পনেরো বছর--- নিতান্ত সত্য--- আমার শিপুচিন নামের মতই সত্য। (আগ্রহের সহিত) ও, হ্যাঁ, আমার রিপোর্টের কদ্দুর? এগুচ্ছে তো?

হিরিন ঃ হ্যাঁ, আর মাত্র পাঁচ পৃষ্ঠা বাকী আছে।

শিপুচিন ঃ উত্তম! তাহলে তিনটে নাগাদ শেষ হয়ে যাবে?

হিরিন ঃ কাজে বাধা না পড়লে শেষ করে ফেলতে পারবো বলে আশা রাখি। আর মাত্র কিছুটা বাকী আছে।

শিপুচিন ঃ চমৎকার! চমৎকার! নিতান্ত সত্য---আমার শিপুচিন নামের মতই সত্য! সাধারণ সভা বেলা চারটায় শুরু হবে। আমাকে রিপোর্টের প্রথম অর্ধেক দিয়ে দাও।

আমি পড়ে ফেলি --- তাড়াতাড়ি দাও --- (রিপোর্ট গ্রহণ করে) এই রিপোর্টের মধ্যে আমার সকল আশা নিবদ্ধ।--- এটা আমার প্রফেসন দ্য ফই' কিংবা আরো যথার্থরূপে বলতে গেলে, আমার আতশবাজির প্রদর্শনী!- - হ্যাঁ, আতশবাজির প্রদর্শনী---নিতান্ত সত্য, আমার শিপুচিন নামের মতই সত্য। (উপবেশন ও মনে মনে রিপোর্ট পাঠ করে) আমি খুব ক্লান্ত বোধ করছি। গতরাতে বাতের ব্যথায় ছটফট করেছি আর আজ সারাটা সকাল অযথা হইচই আর এখানে সেখানে দৌড়-ঝাঁপ করেই গেল। --- তার উপর ছিল অভ্যর্থনার বিড়ম্বনা, উচ্ছ্বাসের উদ্দামতা আর উদ্বেগের জ্বালা --- আমি ক্লান্ত।

হিরিন ঃ (লিখতে লিখতে) দুই---শূন্য---শূন্য--- তিন --- তিন--- নয়---দুই---শূন্য --- এই অঙ্কগুলোর যন্ত্রণায় আমার চোখের সামনে সব কিছু সবুজ লাগছে--- তিন--- এক--- ছয়--- চার--- এক---পাঁচ--- (গণনার ফ্রেমের পুঁতির দানা সশব্দে নাড়লো!)

শিপুচিন ঃ তার উপর আর একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলো--- আজ সকালে তোমার গিন্নী আবার আমার কাছে তোমার বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে হাজির! তোমার গিন্নী বললো, তুমি নাকি গত রাতে ছুরি নিয়ে তার পিছনে ধাওয়া করেছিলে---তোমার শ্যালিকার পিছনেও ছুটেছিলে--- ওসব করোনা, কুজ্মা নিকোলায়েচ! এতে আসলে কোনো লাভ নেই!

হিরিন ঃ (কঠোর স্বরে) এণ্ড্রি এণ্ড্রিয়াচ, আজকের এই জয়ন্তী উৎসবের দিনে আপনাকে একটা অনুরোধ করবার অনুমতি চাইছি। আপনার কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আমি এখানে কাজ করি বলে আমার পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ করবেন না। আমার মিনতি, দয়া করে ও কাজটি করবেন না।

শিপুচিন ঃ (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে) তুমি একটা অদ্ভুত মানুষ, কুজ্‌মা নিকোলায়েচ। তুমি সত্যি খুব ভালো লোক। মার্জিত ও সম্ভ্রান্ত। অথচ মেয়েদের প্রতি তোমার ব্যবহার ঠিক যেন জ্যাক-দ্য-রিপার কিংবা ও ধরনের আর কারো মত! সত্যি, তুমি তাদের অত ঘৃণা করো কেন আমি বুঝতে পারি না!

হিরিন ঃ আর আমি বুঝতে পারি না, আপনি তাদেরকে অত ভালোবাসেন কেন!

(সামান্য বিরতি)

শিপুচিন ঃ কর্মচারীরা খানিক আগে আমাকে একটা এ্যালবাম উপহার দিলো। শুনলাম, শেয়ারহোল্ডাররা নাকি আমাকে একটা মান-পত্র আর একটা রূপোর পান-পাত্র উপহার দেবেন!--- (মনোকল নিয়ে খেলা করতে করতে) অপূর্ব! আমার শিপুচিন নামের মতই সত্য। এতে কোনো দোষ নেই!---ব্যাঙ্কের সুনামের খাতিরে একটু-আধটু উৎসব অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। তুমি তো আমাদেরই একজন, তুমি তো জানোই, অভিনন্দন-পত্রখানা আমি নিজে লিখেছি আর রূপোর পান-পাত্রটাও আমিই কিনে দিয়েছি। অভিনন্দন-পত্রের জন্য একটা মোড়কও কিনে দিতে হয়েছে—দাম লেগেছে পঁয়তাল্লিশ রুবল, কিন্তু না কিনে দিয়ে উপায় ছিল না! ওদের মাথায় তো আর এসব চিন্তা আসতোনা। (চারদিকে তাকিয়ে) আসবাব-পত্রগুলো কী সুন্দর! কী অপূর্ব সংগ্রহ! সবাই বলে অকিঞ্চিৎকর জিনিস নিয়েও নাকি আমার মাথা ব্যথা! দরজার হাতলটা ঠিকমত পালিশ হলো কিনা, কর্মচারীরা সুন্দর টাই পরে এলো কিনা, মোটা দারোয়ান সামনের দরজাতে ডিউটির জন্য দাঁড়ালো কিনা, ওসবে নাকি আমার সদা সতর্ক নজর। কিন্তু না, বাপু, দরজার হাতল আর মোটা দারোয়ান মোটেই তুচ্ছ নয়।

আমি বাড়ীতে ইতর হয়ে থাকতে পারি, আমি শূকর-শাবকের মত খেতে পারি, শুয়ে থাকতে পারি, আমি মদ খাবার প্রতিযোগিতা চালাতে পারি---

হিরিন ঃ অনুগ্রহপূর্বক বক্রোক্তি থেকে বিরত থাকবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।

শিপুচিন ঃ না, না, আমি বক্রোক্তি করছি না। তুমি তো বড্ড অদ্ভুত মানুষ!---আমি শুধু বলছিলাম যে, ইচ্ছা করলে আমি বাড়ীতে ইতর হয়ে থাকতে পারি অথবা নতুন বড়লোক হতে পারি। অর্থাৎ আমার অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিতে পারি। কিন্তু এখানে সব কিছুই মর্যাদাসম্পন্ন হতে হবে। কারণ, এটা একটা ব্যাঙ্ক। প্রকৃতপক্ষে, এখানকার অতি ক্ষুদ্র জিনিসটিও দৃষ্টি আকর্ষণীয় হতে হবে এবং সব কিছুতেই একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশ বিরাজ করবে। (মেঝে থেকে টুকরা কাগজ তুলে ফায়ারপ্লেসে ফেললেন) আমার মুখ্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে আমি এই ব্যাঙ্কের সুনাম অতি উঁচুতে তুলতে সক্ষম হয়েছি। সব কিছুর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানই হচ্ছে আসল কথা---একথা নিতান্ত সত্য ---আমার শিপুচিন নামের মতই সত্য। (হিরিনকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে) শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিনিধিদল যেকোনো মুহূর্তে এখানে আসতে পারে— আর তুমি কিনা গরম বুট পরে আছো এবং তোমার ঐ স্কার্ফ---আর জ্যাকেটের রংও দস্তুরমতো দৃষ্টিকটু ---তুমি একটা পোশাকী কোট পরে এলেও পারতে অথবা একটা কালো রংয়ের জ্যাকেট হলেও হতো।

হিরিন ঃ আমার স্বাস্থ্য আপনার শেয়ারহোল্ডারদের অপেক্ষা আমার কাছে বেশী প্রিয়। আমার সারা শরীর জ্বালা করছে----

শিপুচিন ঃ (উত্তেজিতভাবে) তুমি বড্ড অপ্রাসঙ্গিক কথা বলছো। তুমি পরিবেশের আমেজটাই নষ্ট করে দিচ্ছো!

হিরিন ঃ তা-ই যদি হয়, তাহলে প্রতিনিধিদল এলে আমি গা ঢাকা দিয়ে থাকবোখ'ন (আবার লিখতে শুরু করে) সাত---এক---সাত---দুই ---এক---পাঁচ---শূন্য ---অপ্রাসঙ্গিক কিছু আমি নিজেও পছন্দ করিনা। সাত --- দুই--- নয় --- (গণনা ফ্রেমে পুঁতির দানাগুলো সশব্দে ঠিক করলো) অপ্রাসঙ্গিক কোনো জিনিস আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না! আর হ্যাঁ, আপনার এই জয়ন্তী উৎসবে কোনো মহিলাকে নিমন্ত্রণ না করে কিন্তু খুব ভালো করেছেন----

শিপুচিন ঃ কী আজেবাজে বকছো!

হিরিন ঃ আমি জানি মহিলা সমাবেশের মাধ্যমে এই উৎসবকে জাঁকজমকপূর্ণ করে তুলতে আপনার বেশ ইচ্ছা করছে, কিন্তু ওটা না করলেই বোধ হয় ভালো করবেন। তাদের উপস্থিতি বিরক্তি আর শান্তি ভঙ্গের কারণই হবে মাত্র।

শিপুচিন ঃ পক্ষান্তরে, নারীর সমাবেশে উৎসবের মর্যাদা বাড়ে।

হিরিন ঃ অসম্ভব!---আপনার স্ত্রীর কথাই ধরা যাক্। তিনি নিঃসন্দেহে শিক্ষিতা মহিলা, কিন্তু গত সোমবারে তিনি অমন সব কথা হঠাৎ বলে ফেললেন যে, তার ধকল সামলাতে আমার পুরো দু'টো দিন লেগেছিলো। হঠাৎ তিনি কোথেকে উদয় হয়ে কয়েকজন আগন্তুকের সামনে জিগ্যেস করে বসলেন ঃ 'ঐটা কী সত্য যে, আমার স্বামী ব্যাঙ্কের জন্য অনেকগুলো দ্রিয়াস্কোপ্রিয়াস্কো শেয়ার ক্রয় করেছেন, যার ফলে স্টক এক্সচেঞ্জের দাম পড়ে গিয়েছিলো? আমার স্বামী খুব উদ্বিগ্ন!' আগন্তুকদের সামনে ও ধরনের কথা! আমার ঠিক বোধগম্য হয় না, কেন আপনারা মেয়েদের সঙ্গে এসব

ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেন? আপনারা কি চান যে, তারা আপনাদেরকে কোর্টের মুখ দেখিয়ে আনুক!

শিপুচিন ঃ ব্যস, ব্যস! আর নয়! ওরকম কথা বললে আমাদের আজকের জয়ন্তী উৎসবের পরিবেশটাই মেঘলা হয়ে যাবে! হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমার কথাতেই আমার মনে পড়লো। (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) আমার স্ত্রীর আসবার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। ইস্ তাকে আনবার জন্য আমার স্টেশনে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখন আর সময় নেই। তাছাড়া, আমি খুব ক্লান্ত বোধ করছি। সত্যি বলতে কি, তার আগমনে আমি মোটেই খুশী নই। না, মানে, আমি খুব একটা অখুশী নই। তবে তার মায়ের কাছে আরো দু'একটা দিন থাকলে আরো ভালো করতো। সে নিশ্চয় আমাকে সারাটা সন্ধ্যা তার সঙ্গে কাটাতে বলবে। অথচ এদিকে আজ রাতে ডিনারের পর ছোট-খাট একটা অভিযানের পরিকল্পনা ছিল।---(উঠে) দেখলে. আমি কেমন নার্ভাস হয়ে পড়েছি। আমার শরীর কাঁপছে! আমি আর সহ্য করতে পারছি না! এখনি আমি ফোঁস করে কেঁদে ফেলবো। না, না. আমাকে শক্ত হতে হবে! ---হ্যাঁ, সত্যিই তো আমাকে কঠোর হতে হবে। সত্যিই তো---আমার নাম শিপুচিনের মতই সত্য।

(তাতিয়ানা আলেক্সিয়ীভ্নার প্রবেশ। গায়ে বর্ষাতি কাঁধে বাইরে বেরুবার একটা হাতব্যাগ ঝুলানো)

শিপুচিন ঃ তোমার কথাই ঠিক এই মুহূর্তে বলছিলাম। আর আমার কথা শেষ হতে না হতেই তোমার আবির্ভাব!

তাতিয়ানা ঃ ডার্লিং! (দৌড়ে স্বামীর কাছে গেল। দু'জনের দীর্ঘ চুম্বন)

শিপুচিন ঃ হ্যাঁ, আমরা এক্ষুণি তোমার কথা বলছিলাম! (ঘড়ির দিকে তাকালেন)

তাতিয়ানা ঃ (রুদ্ধ শ্বাসে) আমার জন্য তোমার মন কেমন করেনি তো? তুমি ভালো আছো তো? আমি এখনও বাসায় যাইনি। স্টেশন থেকে সরাসরি এখানে এসেছি। তোমাকে বলার জন্য আমার অজস্র কথা জমে আছে—অজস্র কথা! আমার আর দেরী সহ্য হলো না---না, গা থেকে কোট খুলবো না---আমি কয়েক মিনিট থাকবো মাত্র। (হিরিনকে) আপনি কেমন আছেন, কুজ্মা নিকোলায়েচ? (স্বামীকে) বাসায় সব ঠিক আছে তো?

শিপুচিন ঃ হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। এ ক'দিনেই দেখছি তুমি বেশ গোলগাল আর সুন্দরী হয়ে এসেছো! ---আসতে তোমার কষ্ট হয়নি তো?

তাতিয়ানা ঃ মোটেই না। মা আর কাতিয়া তোমাকে তাদের অভিনন্দন জানিয়েছে। ভ্যাসিলি এণ্ড্রিয়ীচ্ তোমাকে চুমু দিতে বলেছে (চুম্বন)। চাচী তোমাকে এক পাত্র জ্যাম দিয়েছে। আর চিঠি দাওনা বলে সবাই অনুযোগ করেছে। জেনা তার হয়ে তোমাকে চুমু দিতে বলেছে (চুম্বন)। আহ্, ওখানকার সব ঘটনা তুমি যদি জানতে! হ্যাঁ, ওখানে যা সব ঘটনা না ঘটেছে! ওহ্, এমন সব ঘটনা ঘটেছে, আমার তো বলতেও ভয় লাগছে! কিন্তু তোমার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে, আমি ফিরে আসাতে যেন তুমি খুব সন্তুষ্ট হওনি।

শিপুচিন ঃ মোটেই না---বরং তার উল্টো। ডার্লিং! (চুম্বন)

(ক্রোধান্বিত হিরিনের কাশি)

তাতিয়ানা ঃ (দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে) আহা কাতিয়া, বেচারী কাতিয়া। তার জন্য আমার খুব দুঃখ লাগছে! সত্যি ভারী দুঃখ লাগছে!

শিপুচিন ঃ শোনো, আমরা আজ জয়ন্তী উৎসব পালন করছি। যে কোনো মুহূর্তে শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিনিধি দলটি এসে পড়তে পারে অথচ তোমার বেশভূষা ঠিক নেই।

তাতিয়ানা ঃ বাহ্! জয়ন্তী উৎসব! তোমাদের অভিনন্দন জানাই। আমি তোমাদের উত্তোরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা---তাহলে আজকে তোমাদের অভ্যর্থনা আর ডিনার পার্টি হবে। আমি এসব খুব পছন্দ করি---ভালো কথা, শেয়ার-হোল্ডারদের জন্য তুমি যে সুন্দর ভাষণটা লিখেছিলে তার কথা নিশ্চয় মনে আছে। ইস্, ওটা লিখতে যা সময় লেগেছিলো! ওটা কি আজকে তারা তোমার উদ্দেশ্যে পাঠ করবে?

(হিরিনের ক্রোধ-মিশ্রিত কাশি)

শিপুচিন ঃ (বিব্রত) ডার্লিং, ওসব কথা না বলাই উচিত। তুমি বরং বাড়ী যাও।

তাতিয়ানা ঃ এক্ষুণি যাচ্ছি, এক্ষুণি যাচ্ছি! ---তোমাকে এক মিনিটের মধ্যে সব বলেই আমি চলে যাচ্ছি। প্রথম থেকে শুরু করে সব তোমাকে বলছি। ব্যস, তুমি চলে আসার পরেই আমি সেই মোটা ভদ্রমহিলার পাশে বসে পড়লাম---তোমার মনে পড়ছে তো---এবং পড়তে শুরু করলাম। আমি আবার ট্রেনে ভ্রমন করার সময় কথা বলতে ভালোবাসি না। সুতরাং আমি পড়তে লাগলাম। এভাবে তিনটে স্টেশন পার হলো। কারো সাথে একটা কথাও বলিনি। তারপর সন্ধ্যা নেমে এলো। আর সেই সঙ্গে আমার মন নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে লাগলো। আমার বিপরীত দিকে একজন যুবক বসেছিলো। মাথার চুলগুলো কালো। দেখতে তেমন মন্দ নয়। ব্যস, আমরা কথা বলতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে নৌ-বিভাগের একজন লোক আমাদের কথাবার্তায় যোগ দিলো। তারপর যোগ দিলো একজন ছাত্র --- (হাসি) আমি তাদের বললাম যে, আমার বিয়ে হয়নি!---উহ্, তারপর তারা আমাকে নিয়ে যা শুরু করলো তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না। মাঝরাত

পর্যন্ত আমাদের কথাবার্তা চলেছিলো। কালো কেশধারী লোকটা চেঁচিয়ে মজার মজার গল্প বলছিলো আর নৌ-বিভাগের লোকটা গান গাইতে শুরু করেছিলো। আমি এতো হেসেছিলাম যে, আমার বুকে ব্যথা হয়ে গিয়েছিলো। নৌ-বিভাগের লোকটা --- নাবিকরা সত্যি মজার! যখন জানতে পারলো যে, আমার নাম তাতিয়ানা, তখন কোন্ গানটা শুরু করলো জানো? (মোটা স্বরে গান)

'ওনিয়েঘিন্, আমি পারিনা করিতে অস্বীকার,
ভালোবাসিব আমি তাতিয়ানাকে
যতক্ষণ আছে দেহে প্রাণ আমার।'---

(হাসিতে ভেঙে পড়লো। হিরিনের ক্রোধ-মিশ্রিত হাসি)

শিপুচিন ঃ তানিয়ুশা, আমরা কিন্তু কুজ্মা নিকোলায়েচের কাজে বাধা দিচ্ছি। তুমি বাড়ী যাও, ডার্লিং।--- পরে আমাকে সব বিস্তারিত বলো।

তাতিয়ানা ঃ ও কিছু হবে না, তাকেও শুনতে দাও! খুব মজার ঘটনা! কিছুক্ষণের মধ্যে বলেই চলে যাবো। হ্যাঁ, সেরিওজ্হা স্টেশনে এসেছিলো। আরেকজন যুবকও এসেছিলো—একজন ট্যাক্স-ইনস্পেক্টর। আমার কাছে বেশ সুন্দর লাগলো। বিশেষ করে তার চোখ-গুলো--- সেরিওজ্হা আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলো। আমরা সবাই মিলে একটা গাড়ী নিলাম--- আবহাওয়াটাও খুব চমৎকার ছিল---
(নেপথ্যে কণ্ঠস্বর ঃ 'আপনি ওখানে যাবেন না। ওখানে যাওয়া নিষেধ! আপনি কি চান?' ম্যারচুট-কিনার প্রবেশ)

ম্যারচুটকিনা ঃ (দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দরজার ওপাশে কারো প্রতি হাত নেড়ে) আমার হাত চেপে ধরবার দরকার নেই। হ্যাঁ,

আমি তোমার চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চাই---(ভিতরে প্রবেশ। শিপুচিনকে) আমি কি আপনার কাছে আমার পরিচয় দানের সৌভাগ্য লাভ করতে পারি? আমার নাম নাতাশিয়া ফিওদোরোভ্না ম্যারচুটকিনা---আমি একজন সরকারী চাকুরের পত্নী---

শিপুচিন ঃ আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

ম্যারচুটকিনা ঃ বলছি শুনুন ঃ আমার স্বামী ম্যারচুটকিন একজন সরকারী চাকুরে। গত পাঁচ মাস যাবৎ অসুস্থ। বাড়ীতে যখন তার চিকিৎসা চলছিলো তখন বিনা কারণে তার অফিস তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিলো। কিন্তু আমি যখন তার বেতন আনতে গেলাম তখন তারা পঁচিশ রুবল ছত্রিশ কোপেক কেটে রাখলো। আমি জানতে চাইলাম, কেন? তারা আমাকে বললো, সে নাকি মিউচ্যুয়াল এইড ফাণ্ড থেকে ঋণ নিয়েছিলো। কিন্তু তা কেমন করে হতে পারে? আমার অনুমতি ছাড়া সে কিছুতেই কর্জ নিতে পারে না। তাদের কিন্তু এটা করা উচিত হয়নি, আমি একজন গরীব মেয়ে মানুষ---বাড়ীতে ভাড়াটিয়া রেখে নিজের সংসার কোনোক্রমে চালাতে পারি মাত্র--- আমি দুর্বল ও অবলা নারী--- সকলের অপমান আমাকে সহ্য করতে হয়, কেউ আমার সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলে না।

শিপুচিন ঃ দেখি।---(মহিলার হাত থেকে দরখাস্ত গ্রহণ ও দাঁড়িয়ে পড়তে লাগলেন)

তাতিয়ানা ঃ (হিরিনকে) কিন্তু আমাকে শুরু থেকে আরম্ভ করতেই হবে---গত সপ্তাহে অপ্রত্যাশিতভাবে মার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম। তিনি আমাকে লিখে জানালেন যে, গ্রেন্‌ডিলেভস্কি নামে এক যুবক আমার বোন কাতিয়াকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে। অতি সুন্দর, শিষ্ট তরুণ। কিন্তু সম্বলহীন। সামাজিক

কোনো পদমর্যাদা নেই। এবং দুর্ভাগ্যক্রমে---কল্পনা করতে পারো---তাকে কাতিয়ার খুব পছন্দ। কি করা কর্তব্য? তাই মা আমাকে তক্ষুণি যেতে লিখেছেন এবং কাতিয়ার উপর আমার প্রভাব কাজে লাগাতে---

হিরিন : (কঠোর স্বরে) আহ্, দিলেন তো সব ভণ্ডুল করে। আপনি---আপনার মা এবং কাতিয়া---কদ্দুর পর্যন্ত এসেছিলাম--- সব হারিয়ে গেল। সব তালগোল পাকিয়ে গেল।

তাতিয়ানা : তাতে কি হলো! কোনো ভদ্রমহিলা যখন আপনার সঙ্গে কথা বলে তখন আপনার শোনা উচিত। আপনার মেজাজ আজ খিটখিটে কেন, কি হয়েছে? আপনি কি প্রেমে পড়েছেন, না, আর কিছু? (হাসি)

শিপুচিন : (ম্যারচুটকিনাকে) কি ব্যাপার একটু খুলে বলুন তো? আমি তো এর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারলাম না।

তাতিয়ানা : আপনি কি প্রেমে পড়েছেন? আ-হা! আপনার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

শিপুচিন : (স্ত্রীকে) তানিয়ুশা, ডার্লিং, কিছুক্ষণের জন্য অফিসের ভিতরে যাও তো। আমি এক্ষুণি আসছি। বেশী দেরী হবে না।

তাতিয়ানা : বেশ যাচ্ছি! (প্রস্থান)

শিপুচিন : আমি এর কিছুই বুঝতে পারলাম না। ভদ্রে, আপনি নিশ্চিতরূপে ভুল স্থানে এসেছেন। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের সঙ্গে আপনার কোনো দরকার নেই। আপনি বরং আপনার স্বামী যে বিভাগে চাকুরী করতো সেখানে দরখাস্ত করুন গে'।

ম্যারচুটকিনা : কিন্তু আমি ইতিমধ্যে পাঁচ জায়গায় ঘুরে এসেছি। তারা আমার দরখাস্তখানা একবার চোখ বুলিয়েও দেখেনি। আমি কি করবো কি করবো না ভেবেই

পাচ্ছিলাম না---কিন্তু আমার নাতি, বোরিস ম্যাটভিয়ীচ, আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ---সে আমাকে আপনার কাছে আসবার পরামর্শ দিয়ে বললো, 'তুমি মিঃ শিপুচিনের কাছে যাও, তিনি একজন খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি সব কিছুই করতে পারেন।' --- দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে অনুগ্রহ করুন ---

শিপুচিন ঃ ভদ্রে ম্যারচুটকিনা, আমরা আপনার জন্য সত্যি কিছু করতে পারি না। দয়া করে আমার কথা বুঝতে চেষ্টা করুন ঃ আপনার স্বামী, যদ্দুর আমার বোধগম্য হয়েছে, যুদ্ধ দফতরের চিকিৎসা বিভাগে কাজ করতেন, কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে একটি প্রাইভেট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। একটা ব্যাঙ্ক। আপনি কি এটা বুঝতে পারছেন না?

ম্যারচুটকিনা ঃ আমার স্বামীর অসুস্থতার প্রমাণ স্বরূপ, আমি ডাক্তারের সার্টিফিকেট সঙ্গে এনেছি। এই নিন। আপনি যদি অনুগ্রহ করে একবার দেখেন তাহলে---

শিপুচিন ঃ হায়রে কপাল! আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু আবার বলছি, আমাদের সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই। (নেপথ্যে প্রথমে তাতিয়ানা ও পরে একজন পুরুষের হাসি শোনা যাবে)

(দরজার দিকে তাকিয়ে) তানিয়ুশা নিশ্চয় ওখানে কেরানীদের কাজে বাধা দিচ্ছে।

(ম্যারচুটকিনাকে) অদ্ভুত কাণ্ড আর কেমন অসম্ভব ব্যাপার! আচ্ছা, আপনার স্বামী কি জানেন না, কোথায় দরখাস্ত করতে হয়।

ম্যারচুটকিনা ঃ আমার স্বামী কিছুই জানে না, আমি কিছু বলতে গেলে সে বারবার শুধু এক কথাই বলে ঃ ওসব তোমার কাজ নয়। বেরিয়ে যাও। ব্যস।

শিপুচিন ঃ আমি আবার বলছি, ভদ্রে, আপনার স্বামী যুদ্ধ দফতরের চিকিৎসা বিভাগে চাকরী করতেন আর এটা হচ্ছে একটা ব্যাঙ্ক, একটা প্রাইভেট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ---

ম্যারচুটকিনা ঃ ঠিক তাই, ঠিক তাই।---আমি বুঝতে পেরেছি, ঠিক পেরেছি। আচ্ছা, আপনার অফিসকে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে পনেরোটি মাত্র রুবল দিতে বলে দিননা! তবে সবটা এই মুহূর্তে একসঙ্গে না পেলেও আমি মনে কিছু করবো না।

শিপুচিন ঃ (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে) উফহ্‌!

হিরিন ঃ এণ্ড্রি এণ্ড্রিয়ীচ, এভাবে এগুলে আমি আপনার রিপোর্ট কখনই শেষ করতে পারবো না।

শিপুচিন ঃ এই তো হয়ে গেল। (ম্যারচুটকিনাকে) আপনি বুঝতে চেষ্টা করছেন না কেন? আমাদের পক্ষ থেকে এ ধরনের অনুরোধ রক্ষা করা মোটেই সম্ভব নয়---(দরজায় করাঘাত। তাতিয়ানার কণ্ঠস্বর ঃ 'এণ্ড্রি, আমি আসতে পারি কি?')

শিপুচিন ঃ আরেকটু অপেক্ষা করো, ডার্লিং, আমি এক্ষুণি আসছি। (ম্যারচুটকিনাকে) আপনাকে তারা পুরো বেতন দেয়নি, তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? তাছাড়া, ভদ্রে, আজকে আমাদের জয়ন্তী উৎসব পালিত হচ্ছে---আমরা ব্যস্ত. আর--যে কেউ যে কোনো মুহূর্তে এখানে এসে পড়তে পারে---আমাকে মাফ করুন---

ম্যারাচুটকিনা ঃ এই অনাথ নারীর প্রতি দয়া করুন। আমি একজন দুর্বল আর অবলা রমণী---আমি অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছি। এর চেয়ে আমার মৃত্যুই ভালো ছিল। সারাক্ষণ এসব কাজ নিয়েই আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়---ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা, স্বামীর কাজকর্ম নিয়ে চরকির মত ঘুরাঘুরি, ঘরকন্না দেখাশুনার ঝামেলা---এদিকে আবার আমার নাতিরও চাকরীটা চলে গেছে।

শিপুচিন ঃ ভদ্রে ম্যারচুটকিনা, আমি---মাফ করবেন, আমি আর আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। আমার মাথা ভন্‌ভন্‌ করে ঘুরছে---আপনি আমাদের কাজে বাধা দিচ্ছেন আর আপনি নিজেও অনর্থক সময় নষ্ট করছেন ---(দীর্ঘনিঃশ্বাস। একপাশে সরে গিয়ে) মূর্খ রমণী! সত্যিতো---আমার শিপুচিন নামের মতই সত্য। (হিরিনকে) কুজ্‌মা নিকোলায়েচ্‌, তুমি দয়া করে এই মহিলাকে একটু পরিষ্কার করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দাও তো! (হতাশার ভঙ্গী এবং অফিসের অভ্যন্তরে প্রস্থান)।

হিরিন ঃ (ম্যারচুটকিনার কাছে এগিয়ে কঠোর কণ্ঠে) আপনি কি চান?

ম্যারচুটকিনা ঃ আমি একজন দুর্বল আর অবলা নারী। আমাকে মোটাসোটা দেখালেও আসলে আমাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙেচুড়ে দেখলে একটা শক্ত টুকরো কোথাও খুঁজে পাবেন না। দাঁড়িয়ে থাকতে আমার খুব কষ্ট হয়। আমার খাবার প্রবৃত্তি চলে গেছে। সকালে কফি খেয়েছিলাম---আমার মোটেই ভালো লাগেনি।

হিরিন ঃ আমি আপনাকে একটা মাত্রই প্রশ্ন করেছি—আপনি কি চান?

ম্যারচুটকিনা ঃ দয়া করে আজ আমাকে পনেরোটি রুবল দিতে বলে দিন। বাকি টাকার জন্য একমাস বা আরও বেশী অপেক্ষা করতে আমি রাজী আছি।

হিরিন ঃ আপনাকে সহজ ভাষায় কিছুক্ষণ আগেই বলা হয়েছে এটা একটা ব্যাঙ্ক।

ম্যারচুটকিনা ঃ নিশ্চয়, নিশ্চয়---প্রয়োজন হলে আমি আপনাকে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখাতে পারি।

হিরিন ঃ আপনার ঘাড়ের উপর মাথা বলে কি কোনো বস্তু আছে? না, নেই?

ম্যারচুটকিনা ঃ আমি কিন্তু আমার আইনতঃ প্রাপ্যই চাইছি। আমি অমন কিছু চাইছি না যা আমার প্রাপ্য নয়।

হিরিন ঃ ভদ্রে, আপনাকে আমি একটা সহজ প্রশ্ন করেছি ঃ আপনার ঘাড়ের উপর মাথা আছে কিনা, না, ওটা অন্য কোনো বস্তু? যাক্, আপনার সঙ্গে বক্‌বক্ করবার মত সময় আমার নেই! আমি ব্যস্ত (দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে) যান!

ম্যারচুটকিনা ঃ (বিস্মিত কণ্ঠে) কিন্তু আমার টাকার কি হবে?

হিরিন ঃ তাহলে দেখছি আপনার ঘাড়ের উপর মস্তক বলে কোনো বস্তু নেই। তার বদলে আপনার কপালে আছে এটা (ডেস্কে চাপড় ও পরে কপালে আঘাত)।

ম্যারচুটকিনা ঃ (রাগান্বিত হয়ে) কী ওটা? আপনি নিজের চরকায় তেল দিন গে'। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে যতখুশী আস্ফালন দেখাতে পারেন কিন্তু আমার সঙ্গে নয়।-----আমি একজন সরকারী চাকুরের পত্নী।--- আমার সঙ্গে ও ধরনের ব্যবহার করার ধৃষ্টতা দেখাবেন না।

হিরিন ঃ (উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে চাপা স্বরে) আপনি যদি এই মুহূর্তে বেরিয়ে না যান তাহলে আমি দারোয়ান ডাকতে বাধ্য হবো। যান, বেরিয়ে যান। (মেঝের উপর পদাঘাত)।

ম্যারচুটকিনা ঃ স্থির হোন! আমি আপনার ভয়ে মোটেই ভীত নই। আপনার মত বহু পুরুষ আমি দেখেছি!---কলমজীবী!

হিরিন ঃ আপনার মত অমন একটা বিরক্তিকর জীব আমি কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। উহ্, মেয়ে মানুষটার দিকে তাকালেই রাগে আমার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠছে। (ভারী নিঃশ্বাস ফেলে) আমি আপনাকে আবার বলছি ---শুনছেন? আপনি যদি এখান থেকে চলে না যান তাহলে আমি আপনাকে পাউডারের মত গুঁড়ো করে ফেলবো, বুড়ী হাবা কোথাকার! আমার মেজাজ

চড়ে গেলে কিন্তু আপনাকে আমি চিরদিনের মত পঙ্গু করে দিতে পারি। যে কোনো অপরাধ করার মত দক্ষতা আমার আছে! আমি খুন করতে পারি।

ম্যারচুটকিনা ঃ আপনার ঘেউ ঘেউ দেখছি কামড়ানোর চেয়ে বিষাক্ত। আপনাকে আমি মোটেই ভয় পাই না। আপনার মত পুরুষ আমি বহু দেখেছি।

হিরিন ঃ (হতাশ স্বরে) আমি আর মহিলার দিকে তাকাতে পারছি না। আমি অসুস্থ বোধ করছি। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। (নিজের ডেস্কের কাছে গিয়ে চেয়ারে উপবেশন) ব্যাঙ্কটাকে পেটিকোটে একবারে ভরে ফেলেছে—আমি রিপোর্টটা কেমন করে তৈরী করি—না, কিছুতেই পারছি না!

ম্যারচুটকিনা ঃ আমি তো আর এমন কিছু চাইছি না যা আমার প্রাপ্য নয়। আইনতঃ যা আমার প্রাপ্য তা-ই চাইছি। নির্লজ্জ, বেহায়া অসভ্যের মত এখানে আবার গরম বুট পড়ে এসেছেন! জানোয়ার!

(শিপুচিন ও তাতিয়ানার প্রবেশ)

তাতিয়ানা ঃ (স্বামীকে অনুসরণ করে) বেশ, তারপর বেরেঝনিটস্কিদের ওখানে এক সান্ধ্য-পার্টিতে গেলাম। কাতিয়া সুন্দর পশমের লো-কাটের সবুজ রঙের টাফেটা ফ্রক পরে গিয়েছিলো। পোশাকের সঙ্গে মিল রেখে তার চুলগুলো মাথার উপর খোঁপা করে আমি বেঁধে দিয়েছিলাম। এই সুন্দর পোশাক আর চুল বাঁধার জন্য তাকে খুব মোহনীয় লাগছিলো।

শিপুচিন ঃ (নেশাগ্রস্তের মত) খুব সত্যি! খুব সত্যি!---মোহনীয় ---যে কোনো মুহূর্তে কেউ চলে আসতে পারে---

ম্যারচুটকিনা ঃ হুজুর!

শিপুচিন ঃ (নিস্তেজ কণ্ঠে) আবার কি? আপনি কি চান?

ম্যারচুটকিনা ঃ হুজুর, (হিরিনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে) এই যে ঐ লোকটা --- হ্যাঁ, ঐ লোকটা---ডেস্কের উপর এঁ্যায়সা জোরে চাপড় মেরেছিলেন এবং তারপর তার কপালে --- আচ্ছা, আপনি তাকে আমার ব্যাপারটার মীমাংসা করতে বলে গেলেন আর তিনি কিনা আমার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা শুরু করে দিলেন আর যা-তা ব্যবহার করতে লাগলেন। ---আমি একজন দুর্বল ও অবলা নারী ---

শিপুচিন ঃ আচ্ছা, ভদ্রে, আমি ব্যাপারটা দেখবো এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো --- এখন চলে যান --- পরে --- (জনান্তিকে) বাতের ব্যথাটা শুরু হবে বলে মনে হচ্ছে যেন।

হিরিন ঃ (শিপুচিনের কাছে গিয়ে চাপা স্বরে) এণ্ড্রি এণ্ড্রিয়ীচ্, দারোয়ানকে ডেকে এখানে থেকে এই মহিলাকে বের করে দেয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দিন। আর সহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

শিপুচিন ঃ (সতর্ক হয়ে) না, না! সে চীৎকার শুরু করবে—এই দালানে আবার অনেক লোক থাকে!

ম্যারচুটকিনা ঃ হুজুর!

হিরিন ঃ (কান্নাজড়িত কণ্ঠে) আমাকে তো রিপোর্ট শেষ করতে হবে! নাহ্, আমার আর সেটা শেষ করার সময় হবে না! (ডেস্কে ফিরে গিয়ে) আমি আর কিছুতেই এগুতে পারছি না।

ম্যারচুটকিনা ঃ হুজুর, কখন আমার টাকাটা পাবো? আমার যে এক্ষুণি দরকার।

শিপুচিন ঃ (জনান্তিকে, ক্রুদ্ধস্বরে) কি অদ্ভুত রকমের বিরক্তির মহিলারে বাবা! (ম্যারচুটকিনাকে শান্ত কণ্ঠে) ভদ্রে, আপনাকে তো বলেছি যে, এটা একটা ব্যাঙ্ক, একটা প্রাইভেট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।

ম্যারচুটকিনা ঃ আমার প্রতি একটু করুণা করুন, হুজুর। অনাথ মহিলার প্রতি একটু পিতৃস্নেহ দেখান---যদি ডাক্তারের সার্টিফিকেট যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন তো পুলিশের কাছ থেকেও লিখিয়ে আনতে পারি। আমার টাকাটা দেয়ার জন্য একটু বলে দিন।

শিপুচিন ঃ (ভারী দীর্ঘনিঃশ্বাস)। উফহ্!

তাতিয়ানা ঃ (ম্যারচুটকিনাকে) দাদীমা, বুঝতে পারছেন না, আপনি তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন? আপনি সত্যি একটা অদ্ভুত মানুষ!

ম্যারচুটকিনা ঃ জানেন বিদূষী, আমার দুঃখ কষ্টে আমাকে সাহায্য করার কেউ নেই---কেবল খেয়ে পরে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না---আজ সকালে আমি কফি খেয়েছিলাম, সত্যি বলছি, মোটেই ভালো লাগেনি।

শিপুচিন ঃ (ধৈর্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ম্যারচুটকিনার প্রতি) আপনার কত টাকা চাই?

ম্যারচুটকিনা ঃ পঁচিশ রুবল আর ছত্রিশ কোপেক।

শিপুচিন ঃ ব্যস! (মানি ব্যাগ থেকে পঁচিশ রুবল বের করে তাকে তাকে দিলেন) এই যে আপনার পঁচিশ রুবল। নিন এবং দয়া করে চলে যান।

(হিরিনের ক্রোধ-মিশ্রিত হাসি)

ম্যারচুটকিনা ঃ আপনার মহানুভবতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, হুজুর। (টাকাগুলো গুছিয়ে রাখলো)।

তাতিয়ানা ঃ (স্বামীর পাশে বসে) আমার যদিও বাসায় যাওয়া উচিত, (হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) কিন্তু আমার কথা এখনো শেষ হয়নি---আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর আমি চলে যাবো। যা সব ঘটনা ঘটতে শুরু করলো! অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে লাগলো! হ্যাঁ, আমরা বেরেঝনিটস্কির পার্টিতে গিয়েছিলাম---

পার্টি বেশ ভালোই হয়েছিলো। বেশ মনোরম, তবে বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত খুব মনোরম নয়! কাতিয়ার রূপে মুগ্ধ গ্রেন্‌ডিলেভস্কিও অবশ্য সেখানে উপস্থিত ছিল। হ্যাঁ, কাতিয়ার সঙ্গে আগেই আমার কথা হয়ে গিয়েছিলো। আমাকে খানিকটা কান্নাকাটির আশ্রয় নিতে হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত আমারই জয় হয়েছিলো। কাতিয়া সেই পার্টিতে এ ব্যাপারে গ্রেন্‌ডি-লেভস্কির সঙ্গে ফায়সালা করতে রাজী হলো এবং সেই পার্টিতেই কাতিয়া তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। যাহোক, শেষ পর্যন্ত সব ভালোয় ভালোয় মিটে গেল। সবাই যা চেয়েছিলো তা-ই হলো। আমি যাকে সুখী করতে পারলাম। কাতিয়াকেও বাঁচিয়ে দিলাম। যাক্, এখন আমিও খানিকটা আরাম করতে পারবো। কিন্তু তারপর কি হলো, জানো? ডিনারের আগে কাতিয়া আর আমি বাগানে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। তখন হঠাৎ--- (উত্তেজিত হয়ে) হঠাৎ আমরা একটা গুলির শব্দ শুনলাম! না, ওকথা আমি শান্তভাবে বলতে পারবো না! (রুমাল দিয়ে নিজেকে বাতাস করতে করতে) আমি কিছুতেই শান্তভাবে বলতে পারবো না---

শিপুচিন ঃ (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) উফ্‌হ্!

তাতিয়ানা ঃ (কান্না) আমরা দৌড়ে সামার-হাউসে গেলাম। সেখানে ---বেচারা গ্রেন্‌ডিলেভস্কি সেখানে মাটিতে পড়ে আছে ---তার হাতে একটা পিস্তল----

শিপুচিন ঃ না, আমি আর সহ্য করতে পারছি না! আমি সহ্য করতে পারছি না। (ম্যারচুটকিনাকে) আপনার আর কি চাই?

ম্যারচুটকিনা ঃ হুজুর, আমার স্বামী কি তার চাকরীটা ফিরে পাবে?

তাতিয়ানা ঃ (কাঁদতে কাঁদতে) সোজাসোজি কলজেটা লক্ষ্য করে সে গুলি ছুঁড়েছিলো---ঠিক এখানটায়। কাতিয়া সঙ্গে

সঙ্গে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। আহা, বেচারী! সে কিন্তু ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো।---গ্রেন্‌ডিলেভস্কি তখনও সেখানে পড়েছিলো---এবং কে যেন আমাদেরকে একজন ডাক্তার ডাকতে বললো। খবর পাঠাতেই ডাক্তার এলেন ---এবং হতভাগ্য যুবকের প্রাণ রক্ষা করলেন।

ম্যারচুটকিনা ঃ হুজুর, আমার স্বামী কি তার চাকরীটা ফিরে পাবে?

শিপুচিন ঃ না। আর মুহূর্তের জন্যও আমি এসব সহ্য করতে পারছি না। (কান্না) আমি আর কিছুতেই পারছি না! (হতাশভাবে হিরিনের দিকে হাত বাড়িয়ে) তাকে বের করে দাও! তাকে বের করে দাও; তোমাকে অনুনয় করছি!

হিরিন ঃ (তাতিয়ানার দিকে অগ্রসর হয়ে) এখান থেকে বেরিয়ে যান!

শিপুচিন ঃ না, তাকে নয়—ওটাকে—ঐ ঘৃণ্য জীবটাকে---(ম্যার-চুটকিনারে প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে) ওটাকে!

হিরিন ঃ (শিপুচিনের কথা অনুধাবন করতে না পেরে তাতিয়ানাকে) এখান থেকে বেরিয়ে যান। বলছি, বেরিয়ে যান!

তাতিয়ানা ঃ কী? আপনি কি বলছেন? আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন নাকি?

শিপুচিন ঃ কী ভয়ঙ্কর! আমি সত্যি খুব হতভাগ্য! তাকে চলে যেতে বলো! যাও, তাকে বের করে দাও।

হিরিন ঃ (তাতিয়ানাকে) এখান থেকে বেরুন! নইলে আপনাকে সারাজীবনের মত পঙ্গু করে দেবো! আমি আপনাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবো। আমার মাথায় খুন চেপে গেছে। আজ আমি খুন করবোই।

তাতিয়ানা ঃ (হিরিন তাতিয়ানাকে ধাওয়া করছে এবং তাতিয়ানা তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে যেতে) আপনার সাহস

তো কম নয়? আপনি কিন্তু ধৃষ্টতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। খুব সাংঘাতিক লোক তো! এণ্ড্রি আমাকে বাঁচাও। এণ্ড্রি! (চীৎকার)

শিপুচিন ঃ (তাদের পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে) এসব থামাও। আমি অনুরোধ করছি। শান্ত হও! আমার সুনাম রক্ষা করো।

হিরিন ঃ (ম্যারচুট্‌কিনার পিছনে ধাওয়া করে) এখান থেকে বেরিয়ে যাও! নইলে পিষে মণ্ড করে ফেলবো! মাংসের পিণ্ড করে ফেলবো!

শিপুচিন ঃ (চীৎকার) থামো, থামো! আমি তোমাকে মিনতি করছি! আমি তোমাকে অনুনয় করছি!

ম্যারচুটকিনা ঃ হে খোদা!---হে মুর্শিদ!---(তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার) হে খোদা!---

তাতিয়ানা ঃ (চীৎকার) বাঁচাও---আমাকে বাঁচাও! ওহ্! ওহ্! ---আমার মূর্চ্ছার মত লাগছে! আমি মূর্চ্ছা যাচ্ছি! (একটা চেয়ারের উপর লাফিয়ে উঠলো। তারপর একটা সোফাতে লাফিয়ে পড়লো এবং মূর্ছাগ্রস্তের মত গোঙাতে লাগলো)।

হিরিন (ম্যারচুট্‌কিনাকে ধাওয়া করতে করতে) গুঁড়ো করে ফেলবো! শরীর থেকে ছাল ছাড়িয়ে নেবো। টুকরো টুকরো করে ফেলবো!

ম্যারচুটকিনা ঃ মাগো! ও মাগো! হে খোদা!---সবকিছু আমার চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে আসছে! ওহ্! (অজ্ঞান হয়ে শিপুচিনের বাহুর মধ্যে এলিয়ে পড়লো। দরজায় কড়াঘাত। নেপথ্যে কণ্ঠস্বর ঃ 'প্রতিনিধি দল')।

শিপুচিন ঃ প্রতিনিধি---প্রসিদ্ধ---কার্যবিধি---

হিরিন ঃ (মেঝের উপর পদাঘাত করে) বেরিয়ে যান। শয়তানের দোসর! (জামার হাতার আস্তিন গুটাতে গুটাতে) একবার ধরে নিই। তারপর খুন করবো!

(পোশাকী কোর্ট পরিহিত পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের প্রবেশ। একজনের হাতে মখমলে মোড়ানো অভিনন্দন-পত্র, আরেকজনের হাতে রূপোর পান-পাত্র। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা অফিসের খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলো)

(তাতিয়ানা সোফার উপর, ম্যারচুটকিনা শিপুচিনের বাহুর মধ্যে; দু'জনে গোঙাচ্ছে)

একজন
শেয়ারহোল্ডার ঃ (উচ্চৈঃস্বরে পড়তে থাকে) আমাদের প্রিয় এবং অতি সম্মানিত বন্ধু, এণ্ড্রি এণ্ড্রিয়েভিচ, আমরা যখন আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের অতীতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি এবং আমাদের অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতির ইতিহাস পরিমাপ করি তখন আমাদের চোখের সামনে একটা পরিতৃপ্তি ও সতেজতার পরিপূর্ণ ছবি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। যদিও একথা সত্য যে, প্রাথমিক অবস্থায় এর মূলধনের স্বল্পতা, বৃহৎ অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যর্থতা এবং উদ্দেশ্যের অনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, হ্যামলেটের সনাতন প্রশ্নটাকেই তীব্র প্রশ্নবোধক চিহ্ন রূপে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলো ঃ টু বি অর নট টু বি! প্রকৃতপক্ষে, এককালে ব্যাঙ্ক বন্ধ করে দেয়ার পরামর্শই সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু তারপর আপনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করে হাল ধরলেন। আপনার জ্ঞান, আপনার শক্তি, আপনার সুবিদিত বুদ্ধিমত্তা—আপনার এ সকল গুণাবলী অসাধারণ সাফল্য আর অভূতপূর্ব সৌভাগ্য বয়ে আনলো ---ব্যাঙ্কের সুখ্যাতি ---(কাশি) ব্যাঙ্কের সুখ্যাতি---

ম্যারচুটকিনা ঃ (আর্তনাদ) ওহ্! ওহ্!

তাতিয়ানা ঃ (গোঙানি) পানি! পানি!

শেয়ারহোল্ডার ঃ (পাঠ করে চলে) ব্যাঙ্কের সুখ্যাতি---(কাশি) ব্যাঙ্কের সুখ্যাতি আপনি এত উঁচুতে তুলে ধরলেন যে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে আজ পৃথিবীর যে কোনো শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা করা চলে- -

শিপুচিন ঃ প্রতিনিধি-- প্রসিদ্ধি---কার্যবিধি---
"একদা এক রাতে বের হলো দু'বন্ধু বেড়াতে তারা
কথা বলছিলো অকপটে চ'লিতে চলিতে----,
'বলো না বন্ধু তোমার সতেজ প্রাণ-চঞ্চলতা হয়েছে ধ্বংস আমার ঈর্ষার কারণে তুমি সহিয়াছ অবণিত মনঃকষ্ট।"

শেয়ারহোল্ডার ঃ (বিব্রতভাবে পাঠ করতে থাকে) আবার আমরা যখন বর্তমানের প্রতি বাস্তববাদী দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, আমাদের প্রিয় এবং অতি সম্মানিত বন্ধু, এন্ড্রি এন্ড্রিয়ীচ---(পাঠ বন্ধ করে) এরূপ অবস্থায় আমাদের এই অভিনন্দন-পত্র পাঠ স্থগিত রাখাই অধিকতর বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ---হ্যাঁ, স্থগিত রাখাটাই খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে---

(অপ্রতিভ অবস্থায় সকলের প্রস্থান)

যবনিকা